দেব-বীণা

শ্রীদেবকণ্ঠ সরস্বতী

প্রথম সংস্করণ

আষাঢ়, ১৩২৮

মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর শেঠ,
সাধনা লাইব্রেরী,
২৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস,
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



শ্রীদেবকণ্ঠ সরস্বতী

The Calcutta Halftone Co.

উপহার

[illegible]

শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল।

শ্রীদেবকান্ত বরুয়া

[illegible]

[illegible]

'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা।

কাব্য-রাণী বাণী দেবকণ্ঠের হস্তে কেবল তাঁহার বীণাখানি অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তাঁহাকে লোক-বাঞ্ছিত কবিত্ব-সম্পদ দান করিয়া ধন্য করিয়াছেন। একাধারে কাব্য এবং স্বরস্রষ্টা, কলা-জগতে এরূপ ক্বচিৎ ঘটে। দেবকণ্ঠ সেই ভাগ্যবান পুরুষ এবং এই 'দেব-বীণা' তাঁহার সেই সুদুর্লভ সৌভাগ্য-গৌরবের অপূর্ব্ব পরিচয়।

রঙ্গালয়ের দর্শকমাত্রেই সঙ্গীত-কলায় দেবকণ্ঠের সুনামের সহিত সুপরিচিত। যদিও নাম এবং নামী এক বলিয়া শাস্ত্রে গণ্য, তথাপি সৃষ্টি ব্যতীত স্রষ্টার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। এই গীতি-কবিতা-গুলি হইতে আমরা রচয়িতার সেই বিশিষ্ট পরিচয়টি পাইয়া থাকি। এ গুলিতে তাঁহার আশা-তৃষা, সুখ-দুঃখ, সাধ-আহ্লাদ, আকাঙ্ক্ষা-অনুরাগ, উদ্বেগ-আক্ষেপ, তাঁহার গর্ব্ব ও অন্তরের দৈন্য এরূপ অকপটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে কবির চিত্তপট বিচিত্র চিত্রপটের ন্যায় আমাদের মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠে। কেবল তাহাই নহে। কবির এই মানস-চিত্রে আমরা আমাদের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। কেন না, কোন্ অলোক-সামান্য উদার সহানুভূতি-বলে কবির মর্ম্ম-বীণা বিশ্ব-মানবের হৃদয়-তন্ত্রীর সহিত এক সুরে বাঁধা থাকে নইলে যে ভাবুকতা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সাধারণ সম্পত্তি নহে, তাহাতে সাধারণের প্রয়োজন কি? কবি বিশ্ব-মানবের মূক মর্ম্মবাণী ও ভাবকে ভাষা দান করেন বলিয়াই তাঁহার আদর। তিনি সাধারণ হইয়াও অসাধারণ।

বাঙ্গালার গীতি-কবিতা, নশ্বর ও ঈশ্বর প্রেম নির্ব্বিশেষে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আমাদের আলোচ্য পুস্তকখানি শেষ শ্রেণীর। যে সুরে এই 'দেব-বীণা' বাজিয়াছে, প্রথম গীতেই কবি তাহার আভাস প্রদান করিয়াছেন—

"ছুটে চলে সুর সে মহাকবির
চরণে হইতে লীন!"

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার অসীম অক্ষমতারও পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই—

"আমার এই সুরেতে তোমার ও গান
যায় না সখা গাওয়া।
কোথায় তুমি—তোমায় পেতে
আকুল হৃদয় ছোটে যেতে,
প'ড়ে উঠে ভূমে লুটে
শুধুই আমার ধাওয়া—
সুখ-সাগরে হায় রে আমার
দুখের তরী বাওয়া।"

ইহাই মানব জীবনের চিরন্তন আক্ষেপ। পাখা-বাঁধা পাখীর মত তাহার সসীম কল্পনা মুগ্ধ চিত্তে অনন্তের পানে লুব্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের মাঝে মহাশূন্যের ব্যবধান। হায়, তৃপ্তির একমাত্র উপাদান কেবল স্বপ্ন—

"আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার যেন
পায়ের সাড়া পাই—
চক্ষু মেলে দেখ্‌তে গেলে
আর ত তুমি নাই।

কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না—

"আমি যখন শিশু ছিলাম
খেল্‌তে ধূলা-খেলা—
আমার কাছে সখা তুমি
আস্‌তে ছুটি বেলা।"

কিন্তু সে দিন ত আর নাই! সে দিনের আর কিছুই নাই—

"যে রতন সাথে লয়ে এসেছিনু
হারায়ে ফেলেছি—নাই—
সোনা দিয়ে তুমি গ'ড়ে পাঠাইলে
হয়ে গেছি হায় ছাই,"

কিন্তু হায়—

"এ মোর কপালে দুখের লিখন
নিজ হাতে আমি লিখেছি।"

এইরূপ শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের আশা, তৃষ্ণা, আক্ষেপ, উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষায় "দেব-বীণার" প্রতি-তন্ত্রীতে যে ঝঙ্কার উঠিয়াছে, রুচি, ভাব, ভাবুকতা ও ভাষায় তাহা যেমন পবিত্র, তেমনি সুশ্রাব্য ও সুখ-সেব্য। বাহুল্য-ভয়ে আমরা সকল স্থল উদ্ধৃত করিলাম না।

কিন্তু এই উপাদেয় পুস্তকের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য-সম্ভারের কয়েকটি চয়ন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কবির সাধ—

"এক প্রাণ মোর হোক্ অনন্ত
ছড়ায়ে পড়িতে বিশ্বে—
মিশিতে তোমার রূপ অনন্তে
তব অনন্ত দৃশ্যে,—"

কবি অপর এক গীতে তাঁহার প্রিয়তমকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

"কুলিশের মাঝে আশ্বাস-বাণী
শুনিবারে পায় বিশ্বাসে প্রাণী—
দহনের মাঝে সান্ত্বনা হেরে
হে যার শরণ্য।"

বেদান্ত যাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন—

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ—
অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ।

সেই বিভু কবির সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছেন—

"তুমিই অতনু তুমি ফুলধনু
শরে তার হও বিদ্ধ,—
ন—তুমি গুঞ্জন—
তুমি হে ঋতু বসন্ত।

* * * *

তুমিই হে মধু—তুমিই মধুপ
কর সুখে মধুপান,—
যা দেখি নয়নে সকলি হে তুমি—
তব রূপ—হে শ্রীমন্ত।"

এইরূপ উদ্ধৃত করিবার বহু স্থল আছে, তাহার নির্ব্বাচন-ভার পাঠকের উপর দিয়া কবি তাঁহার প্রিয়সখা ও প্রভুর শ্রীপদে যে আবেগ-ভরা হৃদয় উচ্ছ্বাসটি নিবেদন করিয়াছেন, তাহার কয়েকটী পং উদ্ধৃত করিব—

"জবা-কুসুম-সঙ্কাশ রবি
হয়ে এস মম হৃদয়ে—
হৃদয় পদ্ম-কোরক আমার
হাসুক তোমার উদয়ে—
কর তারে প্রেম-চুম্বন দান
প্রাণের মাঝে সে পা'ক নব প্রাণ,
যুগের পিপাসা মিটুক নিমেষে
অনুরাগ-রাগে হোক্ লালে-লাল।"

কবির অন্তিম প্রার্থনা অতীব মর্ম্মস্পর্শী। কেবল কবির কেন? ইহাই মানব-জীবনের শেষ গান—

"সে দুঃসময়ে ওহে দয়াময়
আমার নিকটে থেকো—এ দীনেরে তুমি দেখো।"

দেবকণ্ঠ সুরসৃষ্টির সম্রাট। নাট্য-সঙ্গীতে তাঁহার কৃতিত্ব অতুলনীয়। তাঁহার সৃষ্টি জীবন্ত—তাঁহার রচিত সুর হাসে, কাঁদে, রোষে গর্জ্জিয়া উঠে, ঈর্ষায় বিষ-বর্ষণ করে, অভিমানে গলিয়া পড়ে। তাঁহার সংযোজিত সুরে সঙ্গীতের প্রতি কথা যেন ফুলের মত ফুটিয়া উঠে।

এই দেব-বীণার সকল গীতগুলিতে সুর লয় সংযোজন করা হইয়াছে। কিন্তু স্বর-লিপি-অভাবে সাধারণে তাহার সম্পূর্ণ রসাস্বাদে বঞ্চিত হইবেন। তথাপি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে দেবকণ্ঠের 'দেব-বীণা' সংসার-কোলাহল-পীড়িত শ্রবণে ক্ষণিকের জন্য ধ্বনিত হইয়া সুধা বর্ষণ করুক।

সূচী

বিষয়				পৃষ্ঠা
কে বলে মা তুমি	...	...	...	১৮৬
কে সুহৃৎ মম	...	...	...	১৮৯
কোথাকার ধন তুই	...	...	...	১৭০
কোথায় যাও হে	...	...	...	৫১
গত আয়ু-বেলা	...	...	...	২২২
গুটি পোকার মতন আমি	...	...	...	৫৩
ঘনিয়ে এসে আঁধার যবে	...	...	...	৫৯
চির স্নেহময়ী জননী গো	...	...	...	১৪৯
জীবন হ'ল রঙ্গপীঠ	...	...	...	৪৫
জ্যোৎস্না হয়ে যাক্ না আমার		...	...	১৮৮
তব মহিমার	...	...	...	২১৫
তাঁহার মতন দয়াল ঠাকুর	...	...	...	২০৭
তুমি অরূপ হয়ে	...	...	...	৪২
তুমি আছ বিশ্ব ছেয়ে	...	...	...	[illegible]৫
তুমি আমার চির-প্রভু	...	...	...	৮৭
তুমি নাও গো আমায়	...	...	...	৭
তুমি ফুলের মতন	...	...	...	১৯৮
তুমি মা আমার	...	...	...	১৭৯
তুমি যত ছোটই হও না কেন		...	...	৯২
তুমি যতই হও না ধনী	...	...	...	৫৭
তুমি যদি মরুপানে	...	...	...	২০৫
তুমি সবই যদি কেড়ে নিলে		...	...	৪৪
তোমার কথা ভাব্‌তে আমার		...	...	১৭
তোমরা কেহই হাসিতে বোলো না		...	...	২৭
তোমার দেখা পেলে	...	...	...	২৬
তোমার নিকটে এ মুখ	...	...	...	১১০

বিষয়				পৃষ্ঠা

দেব-বীণা



সুর

কি সুখ-কম্পে কম্পিত আজি
এ মম মরম-বীণ—
উথলিত নব-রাগ-তরঙ্গ
পাইয়া কি সুখ-দিন !

সুপ্ত-তাপ-বেদনা-খিন্ন
বীণার তন্ত্রী আছিল ছিন্ন—
কিবা সুখে তার দীর্ণ-হৃদয়
যুক্ত হইয়া হ'ল শোভাময়—
নব-ঝঙ্কারে সুখের উৎস
ছায় সপ্তক তিন।

চ'লে যায় সুর লোক হ'তে লোক-
পুলকে পরশে দ্যুলোক গোলোক !
যাঁহার রচিত বিশ্ব-কবিতা,
গ্রহ তারা আর ইন্দু সবিতা—
ছুটে চলে সুর সে মহাকবির
চরণে হইতে লীন !

ইমন-কল্যাণ—একতাল



ভারতী

ভারতী দেবী নমস্তে!
তব চরণ-নিম্নে কোটি কবিতা-কমল-কলিকা বিকাশে,
শুভ্রকান্তি কলাকলাপ-কৌমুদীরাজি ঝলকে তব
মুকুট-শোভিত মস্তে।

গীতি-পীযূষ-সিক্ত স্বর্ণ-অঞ্চল তব
তান-লহরে খেলিছে—
প্রজ্ঞা-প্রতিভা-বিবেক-বুদ্ধি-ধৃতি-স্মৃতি
মধুরে নয়ন মেলিছে
ষড়দর্শন-বেদ-পুরাণ-জ্যোতিষ-গণিত-
-পত্র-লিপি-সমস্তে।

মহাবাণী তব বিবিধ বরণ বিকাশি,
দানে আলোক-পুঞ্জে—
মহা-উল্লাসে ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম
ওঁকারে সদা গুঞ্জে—
চির-মঙ্গল-সঙ্গীতময়ী এ বিশ্ব-বীণা
মুখরিত তব হস্তে।

প্রাঞ্জলি-পুটে করি প্রার্থনা হে ভগবতি
জন্ম জন্ম আমি—
কাঞ্চন-চাক্‌চিক্যে না ভুলি—রহি যেন তব
শ্রীপদ-সেবনকামী—
এ অকিঞ্চন আছে নতশিরে—কর মা আশিস্‌
করুণ-কর-প্রশস্তে।

ইমন-ভূপালী—চৌতাল



আকুল

তুমি আছ বিশ্ব ছেয়ে,
তোমায় আমি দেখতে চেয়ে
খুলে আঁখি চেয়ে থাকি—
যায় না দেখ্‌তে পাওয়া,
আমার এই নয়নে তোমার পানে যায় না
সখা চাওয়া।

সুরে সুরে গানে গানে
বিশ্ব বাঁধা টানে টানে,
সুরের রাণী বিশ্বখানি
সেই গানেতে ছাওয়া।
আমার এই সুরেতে তোমার ও গান যায় না
সখা গাওয়া।

কোথায় তুমি—তোমায় পেতে
আকুল-হৃদয় ছোটে মেতে,
প'ড়ে উঠে ভূমে লুটে—
শুধুই আমার ধাওয়া—
সুখ-সাগরে হায় রে আমার দুখের তরী বাওয়া

খাম্বাজ—একতালা

রূপ

যখন একলা আমি ব'সে থাকি,
আপনাতে আপনারে ঢাকি,
তখন অশ্রু-জলে আঁখির পাতা
আমার ভিজে আসে—
সেই জলেতে দেখি সখা তোমার ও রূপ
ভাসে।
যখন বিশ্ব-আলো ঘনিয়ে এসে
আমার আঁধার মরম-দেশে
উথ্‌লে উঠে—তখন আমার
বয়ান মধুর হাসে—
সেই হাসিতে দেখি সখা তোমার ও রূপ
ভাসে।
যখন নিভৃত এই হৃদয়-পুরে
বাজে বীণা নূতন সুরে,
তখন পুরান' সুর নূতন হয়ে
আসে আমার পাশে—
সেই সুরেতে দেখি সখা তোমার ও রূপ
ভাসে।

সিন্ধু-খাম্বাজ—ভৈরতঙ্গা

অকূলে

তুমি নাও গো আমায়
নাও গো কোলে তুলে।
সন্দেহ হয় মনে—বুঝি
আছ আমায় ভুলে।
পিতার দয়া মাতার স্নেহ,
প্রীতি-প্রেমের মধুর গেহ,
কিছুই ত আর নাইকো আমার,
ফুল ঝরেছে—গলার মালার—
ছোটা-টি নাও খুলে।
আর কেন গো আশা তৃষা,
দিন ফুরালো—এলো নিশা,
হ'ল আঁধার, পথ চলা ভার—
ভাস্‌ছি আমি হায় অকূলে
একলা ব'সে কূলে

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা



প্রাণের গান

আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার যেন
পায়ের সাড়া পাই।
চক্ষু মেলে দেখ্‌তে গেলে
আর ত তুমি নাই!

তোমার পায়ে নূপুর বাজে,
শুন্‌তে তা পাই বুকের মাঝে—
উঠে তোমার বাঁশীর গানে
কত মূর্চ্ছনাই।

তোমার মধুর বাঁশীর গানে
জাগায় যে গান আমার প্রাণে,
সে গান কি যায় তোমার কানে
তাই তোমায় শুধাই।

ভৈরবী—দাদ্‌রা



শৈশবে

আমি যখন শিশু ছিলাম,
খেল্‌তে ধূলা-খেলা—
আমার কাছে সখা তুমি
আস্‌তে দুটি বেলা।

এখন তোমায় পাই না খুঁজে,
বলিচি কি—হায় না বুঝে,
আমার উপর কিরূপ তোমার—
এত কেন হেলা ?

তখন গলা ধ'রে হেসে
কইতে কত ভালবেসে—
খাইয়ে দিতাম—খাইয়ে দিতে
হ'ত প্রেমের মেলা।

সে দিন গেল—তাই কি গেলে ?
শুধাই তোমায় দেখা পেলে—
আর কতদিন থাকবো আমি
আড়ি দিয়ে ঠেলা।

পিলুমিশ্র—ভরতঙ্গা

অনুরাগ

সখা, এতই ভালবাস তুমি
আমায় জন্ম-জন্ম-কাল !
তোমার বুঝি আঁখি ঝরে
নিমেষ তরে
কর্‌তে আমায় চোখের আড়াল !

নিশিদিন তারার মত,
অনিমেষে অবিরত
কি মধুর প্রাণের টানে, চেয়ে আছ আমার পানে,
আমি যেন এম্‌নি ক'রে
তোমার-পরে
চেয়ে থাকি সন্ধ্যা-সকাল।

আমি হাস্‌লে—হাস, কাঁদ্‌লে—কাঁদ,
মান করলে কত সাধ ;
করি দোষ পলে-পলে, উড়িয়ে দাও হেসে ছলে—
তোমার মতন এমন ধারা
আপন-হারা
পাই না খুঁজে বিশ্ব বিশাল।

আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি,
আমার মুখে নয়ন রাখি,
থাক তুমি সদা সজাগ—কেন তোমার
এই অনুরাগ,
জান্‌লে আমি তোমার ধারায়
জগৎ-সারায়
ফেল্‌তে শিখি প্রেমের জাল।

মুলতান—দাদরা



বাসনা

প্রভু ! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল।

পদ্ম-পত্র-জলের মতন
আমার এ মন যে চঞ্চল !

যখন তোমায় ভাবতে বসি হে নির্জ্জনে,
তখন যত ভাবনা পশি আমার মনে—
বিষম গোলে ক্ষেপিয়ে তোলে,
কি ভীষণ সেই কোলাহল !

প্রভু ! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল।

যেন তোমা-ছাড়া অন্য কথায় হই হে বধির,
তোমার রূপ দেখতে যেন হই হে অধীর,
তোমার ধ্যানে তোমার জ্ঞানে,
এ মন আমার হয় অমল।

প্রভু ! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল।

যেন সকল সাধ ছোটে আমার তোমার পানে,
ভ'রে যায় এ প্রাণ আমার তোমার গানে,
তোমার সুরে বিশ্ব ঘুরে
দেখে নয়ন করি সফল।
প্রভু! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল।

মূলতান—একতালা



হতাশ

প্রভু ! তুমি ঐ শ্রীকরে গড়েছ আমার,
এ কথা মনে হ'লে মন যে গলে
কেমন পাগল হয়ে যাই !

গড়েছিলে মনের মতন ক'রে যতন,
সাজিয়েছিলে কতই তুমি দিয়ে রতন,
সে রতন গেছে চুরি সদাই ঝুরি—
এমন কাঙাল আর ত নাই !

সাজান' ছিল বাগান ফলে-ফুলে,
আমি কি বুঝে হায় সে সব তুলে,
কি কু-ক্ষণে কাঁটা-বনে
ভরিয়ে দিয়েছি হে তাই !

এখন সে কাঁটার আঘাত বিষম বাজে,
সে ব্যথা কইতে তোমায় মরি লাজে—
তুমি এলে কাছে দেখ পাছে,
এই ভয়েতে দূরে পালাই।

যদি তুমি ভয় ভেঙ্গে দাও হে আশ্বাসে,
তবে আমি আস্‌তে পারি তোমার পাশে—
আমার, নাইকো আশা নাইকো বাসা,
মন পুড়ে হয়েছে ছাই !

ইমন—ঠুংরি

আমি-আমি

প্রভু ! আমি আমি বল্‌তে গেলেই
হই যেন হে মূক !
তোমার, নীরব-আঘাত আমার প্রাণে
খুব জোরে বাজুক ।

আমি- কথা আস্‌তে মুখে,
পাষাণ যেন চাপে বুকে,
তোমার হাতে শাস্তি পেলেই
শোধ্‌রাবে এ চুক ।

হাস্‌চি আমি, কাঁদ্‌চি আমি,
ভাঙ্‌চি আমি, গড়্‌চি আমি—
আমার মাঝে কোন্‌টা আমি
বল্‌বে কে—বলুক ?

তোমার সভায় দিতে চেনা
আর ত আমার প্রাণ নাচে না,—
কত দিন আর বল্‌বো বল
হায় আমি অমুক ?

পড়েছি হায় বিষম পাকে.
আর কত দিন থাক্‌বো ফাঁকে ?—
কাতর হয়ে যে-জন ডাকে
তায় হবে বিমুখ ?

ঝিঁঝিট—ঠুংরি

আপন

সখা! তোমার নিন্দা সয় না আমার কানে,
শুন্‌লে বাজে প্রাণে!
প্রাণের সখা তোমা-ধনে,
দেখিচি কি—নাইতো মনে,
ভাব্‌লে তোমায়—বোধ হয় যেন,
এই ছিলে এইখানে।
আছ কোথাও আশে পাশে,
তোমার কথা কানে আসে,
তোমার মধুর মিষ্টি কথায়,
প্রাণ তোমাতে টানে।
এ সংসারে তোমার মতন,
কেহই আমার নাইকো আপন,
আপন হ'তেও আপন তুমি,
মন আমার যে জানে।
তাই, তোমার নিন্দা সয় না আমার কানে!

সুরট—কাওয়ালী



তুমি ও আমি

তোমার কথা ভাব্‌তে আমার
সাধ হয় না প্রভু,—
কেমন ভাবনা আসে তবু।

তোমার কথা ভাব্‌তে গেলে,
বিশ্বে দিতে হয় যে ঠেলে,
আমি তোমার শিশু ছেলে
পার্‌বো না তা কভু।

শিশুর মতন মন-টি আমার
রেখো সখা চির-কুমার,
নগ্ন-দেহে তোমার কাছে
ঘুর্‌তে দিও প্রভু।

ডাক্‌লে তোমায়—দিও সাড়া,
দোষ কর্‌লে—দিও তাড়া,
আদর ক'রে চুমো খেয়ে—
কোলে নিও প্রভু।

আমার তরে তোমার ব্যথা—
তুমিই ভাব' আমার কথা,
আমার ভাবনা ভাব্‌তে আমি
পারিনা ত প্রভু।

ক্ষুধা পেলে দাও হে খেতে,
ঘুম এলে দাও কোল-টি পেতে,
তুাম আমার ভাবনা-ছাড়া—
দেখিনি ত কভু।

আমি চলি তোমায় দেখে,
তোমার তরে থেকে থেকে,
মন-টা কেমন ক'রে উঠে—
তবু কভু প্রভু।

সিন্ধু—দাদরা।



বোঝা

দিনে দিনে হচ্ছে ভারি
হায় গো আমার পিঠের বোঝা।

ভেঙে গেল আমার কোমর—
পারিনে আর হ'তে সোজা।

দিনে দিনে অধিক চাপে
আমার সকল অঙ্গ কাঁপে—
নড়্‌তে গেলে হাঁপিয়ে মরি,
যাবার পথ ত হয় না খোঁজা।

আমার বোঝা এতই ভারি
কেন হ'লো বুঝ্‌তে নারি,
পিঠের কিবা মনের বোঝা—
কোন-টা ভারি—যায় না বোঝা।

এই ভূতের বোঝা নামিয়ে দিয়ে,
যাও যদি পথ দেখিয়ে নিয়ে,
তবেই বুঝ্‌বো ওহে সখা—
তুমিই ভূতের পাকা রোজা।

মূলতান—দাদরা

মধুব্রত

সখা, তুমি আমায় ভালবাস কত—
কে আর আমার সখা তোমার মত

তোমার যখন বাঁশী বাজে,
কি যে হয় এ প্রাণের মাঝে—
শুন্‌তে শুন্‌তে আঁখির পাতা
হয়ে আসে নত।

সোনার স্বপন প্রাণের গায়ে
দেয় যে কত হাত বুলায়ে—
জুড়িয়ে আমার যায় যে জ্বালা
দুঃখ-ব্যথা যত।

এই দু-নয়ন বুজে এসে,
প্রাণের নয়ন অনিমেষে
চেয়ে থাকে তারার মতন—
তোমায় অবিরত।

ফুলের বাসে এ প্রাণ ভরে,
সুবাস-মাখা মধু ঝরে,
তখন পান কর হে মধুর মধু
হয়ে মধুব্রত।

ভৈরবী—কাহার্‌বা



আমি

প্রভু ! হয় না কখনো অন্তরে মম
সংসারে আমি দীন।
তব অনন্ত বৈভব-মাঝে
সারা-আমি আছি লীন।

জীবনের আগে পেয়েছি অনিল,
পিপাসার আগে পেয়েছি সলিল,
না আসিতে আমি—জননীর বুকে
সুধা জমে দিন-দিন।

দরশন তরে—বিশ্ব-সুষমা,
পরশন তরে—ধরা নিরুপমা,
শ্রবণের তরে—মহা-সঙ্গীত
উথলি বিশ্ব-বীণ।

আঘ্রাণ তরে—সুমধুর বাস,
মোহিতে আমারে—প্রকৃতির হাস,
জুড়াইতে তনু—সমীর-বীজন
পাই হে নিতি-নবীন।

নিতি-নিতি সুখ পাই নব-নব,
বিশ্ব-বিভব আমারি ত সব—
ভালবেসে তুমি দিয়েছ আমারে
বিভব তুলনাহীন।
তবে কে বলে আমারে দীন ?

দেশ—একতালা

সাধ

সখা, আর কোন সাধ করে না আমার প্রাণ—
এ চিত্ত-চকোর যেন করে সদা তব নাম-সুধা পান।

সরস করিয়া পাতিয়া রেখেছি
আমার এ হিয়া খানি,
কুসুম হইয়া ফুটিয়া উঠুক
তোমার মোহন বাণী—
তব সঙ্গীত-সুর-ধারা সব
হোক আলো-ধারা চির-অভিনব—

মম এ প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে করুক আলোক-দান।
আর কোন্ সাধ করে না আমার প্রাণ।

এক প্রাণ মোর হোক্ অনন্ত
ছড়ায়ে পড়িতে বিশ্বে—
মিশিতে তোমার রূপ-অনন্তে
তব অনন্ত দৃশ্যে,—

মৃন্ময়ী কায়া হোক্ সৌরভ,
মিলনানন্দে মিলি গৌরব—
প্রেম-যমুনা তব বেণু-রবে বহিয়া যাক্ উজান।
আর কোন সাধ করে না আমার প্রাণ!

খাম্বাজমিশ্র—একতালা



তুমি ও আমি

তোমার দেখা পেলে ব'ল্‌বো ভাবি
মরমের ব্যথা।
দেখা পেলে কোথায় মুখের
হারিয়ে যায় কথা!
তখন জুড়াই পেয়ে তোমার ছায়া,
শান্ত করি শ্রান্ত কায়া,
তুমি দেখ—তোমায় দেখি
একি মমতা!
তখন বাহির আমার যায় যে ম'রে
ভিতর উঠে আলো ক'রে
এ বিশ্ব যায় মিলিয়ে কোথা--
কি পূর্ণ শূন্যতা!
তখন থাকি কেমন ভাবের ঘোরে,
ভাব,ক'রে দেয় ভাবে মোরে—
ভাবের অভাব হ'লেই তুমি
থাকো না তথা।

পিলুমিশ্র—ফং

হাসিতে ব'লো না

তোমরা কেহই হাসিতে ব'লো না আমারে।
হাসি ভালবাস—তোমরাই হাস—ভাস হাসি-পারাবারে।
জঠর হইতে রোদন শুনিয়া
কাঁদিতে কাঁদিতে এসেছি—
এসেছি যখন তখন হইতে
রোদন-সাগরে ভেসেছি—
ভিতরে-বাহিরে ঘিরেচে আমায়
শোক-তাপ-হাহাকারে!
আর হাসিতে ব'লো না আমারে!

নয়ন আমার ছিল একদিন
অশ্রুর মহাসিন্ধু—
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকায়েছে তাহা,
বারি নাহি এক-বিন্দু—
সে মরুতে মৃগতৃষ্ণা-দৃষ্টি ফিরিতেছে চারিধারে।
আর হাসিতে ব'লো না আমারে।

তোমরাই হাস—তোমরাই ভাস .
সুখের সরসী-নীরে—
হাসি দেখে আজ পুলক-অশ্রু
জাগুক এ আঁখি-তীরে,—
কান্নার হাসি হেসে চ'লে যাই জীবন-মরণ-পারে !

ঝিঁঝিট—একতালা



জীবন-মরণ

মর্‌বো ব'লে মনে হ'লে হয় না আমার ভয়—
জীবন-মরণ মিশে আছে বিশাল বিশ্বময়।
মরণ আসে—জীবন নাশে,
মরণ মরে—জীবন হাসে—
ফুল-টি ঝরে—ফল-টি ধরে,
আবার ফলের বীজে জীবন রয়।
জীবন-মরণ মিশে আছে বিশাল বিশ্বময়!
মরণ-ফুলে পরাগ ভায়,
ছুটিয়া চলে জীবন-বায়—
কার মিলনে পায় জীবনে
টুট্‌লে আবার পায় সে লয়!
জীবন-মরণ মিশে আছে বিশাল বিশ্বময়।
জীবন-সলিল জ'মে মরণ,
মরণ গ'লে হয় যে জীবন,
একের মাঝে অন্যে রাজে
টুট্‌লে উভয়—মুক্তি হয়।
জীবন-মরণ মিশে আছে বিশাল বিশ্বময়।

মূলতান—ত্রিতালী

গর্ব্ব

সকল অরির চেয়ে অরি
হয়েচে আমার গর্ব্ব।
আমার উপর সেই বেড়েচে
আমারে করিয়া খর্ব্ব।

আমার সব-ইন্দ্রিয় দিয়ে
সদাই থাকে মুখ বাড়িয়ে—
ফাঁক পেলে সে বেরিয়ে এসে
করে বিষম জাঁক—
শুনুক কেউ আর নাই-ই শুনুক
বাজায় আপন ঢাক—
রাত-দিন নাই নাহিক কামাই,
চলেছে তাহারি পর্ব্ব।
আমারে করিয়া খর্ব্ব!

আমার যা সব হ'রে নিয়ে,
বেড়ায় সদাই বুক ফুলিয়ে,
আমি নুয়ে পড়চি ভুঁয়ে
বাড়্‌চে সে দিন রাত!

আকাশ বুঝি মাথায় ঠেকে
ভেঙে হয় নিপাত—
দাও হে তূর্ণ করিয়া চূর্ণ
তার গৌরব সর্ব্ব।
সে আমায় করেছে খর্ব্ব!

আশোয়ারী—একতাল।

আকিঞ্চন

সখা, চির-উজ্জ্বল করিয়া দাও এ স্মৃতি—
যেন নিবাইতে তারে আর নাহি পারে মৃতি।
যেন যত জনমের লুপ্ত বাসনা,
যত জনমের সুপ্ত বাসনা,
যত জনমের উপ্ত বাসনা—
জাগে
অনুরাগে—
যেন তৃপ্ত হইতে—দাঁড়ায়ে তোমার আগে—
তব পবিত-পরশ মাগে !
যেন বিশ্ব-সরসে
সরস হরষে
শতদল হয়ে ফুটিয়া উঠে—
জনম-জনম-সঞ্চিত যত প্রীতি।
সখা, চির-উজ্জ্বল করিয়া দাও এ স্মৃতি।
যেন যত জনমের ভ্রান্ত চেতনা,
যত জনমের শ্রান্ত চেতনা,
যত জনমের সান্ত চেতনা—
হাসে—
সুখে ভাসে—

যেন ধন্য হইতে দাঁড়ায় তব সকাশে-
তব পবিত-পরশ-আশে !
যেন গীতি-গন্ধে
বর্ণে-ছন্দে—
মূর্ত্তি ধরিয়া হাসিয়া উঠে
চির-সঞ্চিত কল্পনা-ধ্যান-ধৃতি ।
সখা, চির-উজ্জ্বল করিয়া দাও এ স্মৃতি ।

গৌরী—দাদরা



অন্বেষণ

আমি তোমায় যখন কর্‌তে চাই মনে—
তখন কত গোল-ই ওঠে!
সেই গোলেতে চিত্ত আমার
দিগ্বিদিকে ছোটে।

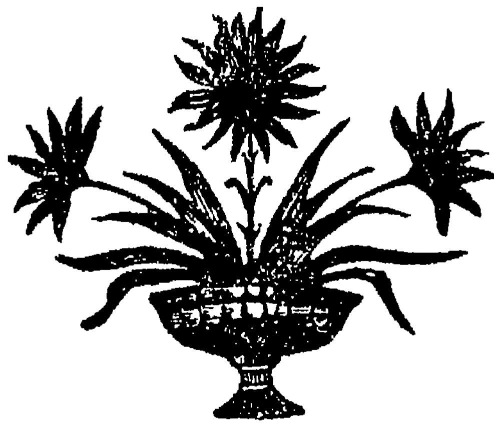
তখন আঁধার এসে কোথা থেকে
মনকে আমার দেয় যে ঢেকে—
অন্ধকারে পাইনে তোমায়
খুঁজে আপন-কোটে।

তখন আপনাতে হই আপনহারা—
প্রাণ হয়ে যায় কেমনধারা!
নয়ন-ধারায় বুক ভেসে যায়—
ধূলায় তনু লোটে।

তখন তোমার বাঁশীর নীরব গানে,
কি ব্যথা দেয় আমার প্রাণে—
যার হয়েছে সেই জেনেছে-
নয় জানে না মোটে।

তখন ছিন্ন ক'রে সকল বাঁধন
প্রাণ ছুটে যায় যথায় বিজন-
পেলে সেথায় তোমার দেখা,
পাষাণে ফুল ফোটে।

আসোয়ারীমিশ্র—যৎ



প্রাণ কাঁদে

হে জীবন-নাথ   এ জীবন-সাথ
ফিরিতেছ তুমি নিত্য।
তুমি   হৃদি-প্রাণ-মন   জীবন-মরণ
তুমি হে সকল-বিত্ত।

গিয়াছে আমার সকল শান্তি,
ঘিরেছে আমারে বিষম ভ্রান্তি—
নয়নের-আগে   বিশ্ব-কান্তি
মিলায়ে গিয়াছে আজ—
ওহে হৃদয়-রাজ!

শুধু   তোমার ও মুখ নেহারি সুস্থ
রয়েছে আমার চিত্ত।
ব্যথা পাই—ব্যথা হাসি মুখে সহি,
দুঃখ-তাপানলে সতত হে দহি—

যত পাই ব্যথা তোমার মমতা
ততই জাগে এ প্রাণে—
তোমাতে এ হিয়া টানে—
প্রাণ কাঁদে তব করুণা-স্নিগ্ধ
প্রেম-পরশ-নিমিত্ত।

ইমন—একতালা



আমার-আমার

সখা আমার আমার করা আমার
ঘুচিয়ে দেবে কবে।
ঘুচে যাবে সকল ভ্রান্তি
পাব শান্তি তবে।
আমার তনু—আমার মন,
আমার ধন—আমার জন,
নিত্য আমার চিত্ত দহে
আমার-আমার রবে।
মত্ত আমি এ বৈভবে,
আর আছে কি এ-বই ভবে!
কুসুম ভুলে কাঁটা তুলে
ফাটছি হায় গরবে!
সখা আমার আমার করা আমার
ঘুচিয়ে দেবে কবে।
তৃপ্তি পেতে তৃষার পিছে
ছুটছি কেবল মিছে মিছে—
সকল-সুখে সকল দুখে
সইছি হেসে ভবে।

সখা আমার আমার করা আমার
ঘুচিয়ে দেবে কবে।
যারে করি আপন আপন,
সেই ত আমার প্রতি কৃপণ—
নিজের ভুলে লাভে-মূলে
খোয়াচ্ছি গৌরবে !
সখা আমার আমার করা আমার
ঘুচিয়ে দেবে কবে !
জানি তোমাব কতই দয়া,
থামিয়ে দিয়ে এই মৃগয়া—
কৃপা ক'রে বাঁচাও মোরে
ভুলের এ উৎসবে !
সখা আমার আমার করা আমার
ঘুচিয়ে দেবে কবে !

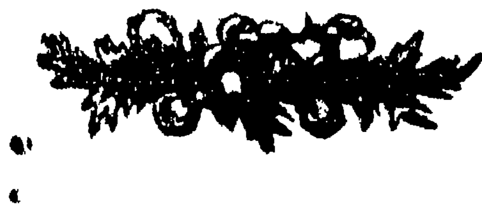
কামোদ—যৎ



মনের মানুষ

কি সুখের মনের মানুষ পাওয়া—
কেমন মধুর তার গায়ের আব-হাওয়া !
প্রাণে প্রাণ এলিয়ে দিয়ে,
প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে দিয়ে,
প্রাণে প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে,
নীরব র'য়ে চাওয়া।
কি সুখের মনের মানুষ পাওয়া !
ভাবে ভ'রে—ভাবের ঘোরে,
আপনাকে আপনাতে হ'রে
সুখ শয়নে সুখে ম'রে
অমর হ'য়ে যাওয়া।
কি সুখের মনের মানুষ পাওয়া !

পিলু—পোস্তা



দুঃখী

সখা, দুখে মোর পড়ে সতত তোমারে মনে·
তাই দুখেই আমি পুষি সদা সযতনে।
জনম-জনম আমার হৃদয়-মাঝে
সুখ-সঙ্গীতে দুখের রাগিণী বাজে—
দুখ নিয়ে আসি সদা দুখে ভাসি—
দুখ ভালবাসি—ভালবাসি দুখীজনে।
তাই দুখেই আমি পুষি সদা সযতনে।
দুখের অশ্রু-রেখা পড়ে মাটি-পরে,
পরশ তাহার সে মাটিরে সোনা করে-
সে ত নহে জল, সুধা নিরমল—
ধরা পবিত্র পাইয়া এ-হেন ধনে।
তাই দুখেই আমি পুষি সদা সযতনে।
লাগে যদি মোরে দুখের বাতাস কার,
প্রাণ গ'লে বহে অমনি নয়নে ধার,
সে জন যেথায় মন সেথা ধায়—
বাহু আগে গিয়ে বাঁধে প্রেমালিঙ্গনে।
তাই দুখেই আমি পুষি সদা সযতনে।

মূলতান—একতালা

প্রতিমা

তুমি অরূপ হ'য়ে কতই রূপে
ভোলাচ্ছ আমায়।
সীমা কোথায় তোমার করুণায়!

সীমার মাঝে অসীম তুমি,
ছেয়ে আছ বিশ্বভূমি,
কি লাবণ্য তোমার রূপে—
ধন্য আমি হেরে তোমায়।

আলোর পাশে দিয়ে ছায়া
গড়্‌লে তুমি তোমার কায়া—
চিত্তহারা হই যে হেরে
তোমার বিরাট প্রতিমায়।

তুমি আপনি সাজ—আমায় সাজাও,
আপনি মজ—আমায় মজাও,
সেই জানে এই সাজার মজা,
যে সাজে—আর যে সাজায়।

তোমার নয়ন পাই হে যদি,
হেরি আমি নিরবধি—,
তোমার স্বরূপ আমার স্বরূপ
অরূপ হ'য়ে কেমন মানায় !

ভৈরবী—যৎ





প্রার্থনা

তুমি সব-ই যদি কেড়ে নিলে—
দেহের ভারটা নাও হে কেড়ে।
তা হ'লে সবার মাঝে
মিল্‌তে পারি সবায় ছেড়ে।
তুমি সব নিয়েচ—খুসি আছি,
এখন দেহ গেলেই বাঁচি—
দেখো যেন আর না কাঁচি,
মুক্ত থাকি বাঁধন এড়ে।
তুমি সব-ই যদি কেড়ে নিলে—
দেহের ভারটা নাও হে কেড়ে।
তবে বিশ্বব্যেপে তোমার গানে,
ছড়িয়ে দিই আমার প্রাণে—
হয়ে তোমার হাসির মালা
থাকি তোমার বিশ্ব বেড়ে।
তুমি সব-ই যদি কেড়ে নিলে—
দেহের ভারটা নাও হে কেড়ে।

বারোঁয়া—দাদ্‌রা

গুহ্য তথ্য

জীবন হ'লো রঙ্গ-পীঠ
মরণ-টা নেপথ্য।

দুয়ের মাঝে অবিচ্ছেদে
আয়ুর আধিপত্য।

আলোক-আঁধার ধ্বংস হয়,
পরমায়ুর নাইকো লয়,
পরম-আয়ু পরম-পুরুষ
শাশ্বত শিব সত্য।

যখন সে যে সাজে সাজে,
সে থাকে সেই সাজের মাঝে,
তৃতীয় নয়ন থাক্‌লে দেখে —
বোঝে গুহ্য তথ্য।

মূলতান—ধামার



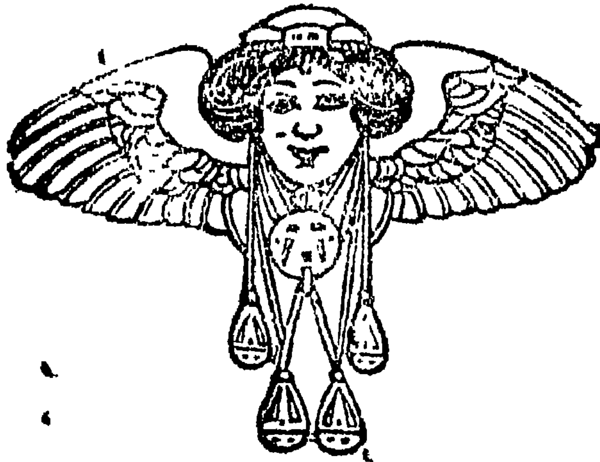
কামনা

আমি সকাল-বেলা করতে খেলা
তোমার সাথে—
গড়ি ধূলার ঘরে ধূলার-পরে
আঙ্গিনাতে।
আমি পূরব-ভাগে অরুণ-রাগে
দেখ্‌তে পেয়ে—
ভাবি আস্‌চ হেসে ধর্‌বে এসে
আমায় ধেয়ে!
তোমার মধুর হাসি আলোর রাশি
ছড়িয়ে পড়ে—
তখন গগন পবন সকল ভুবন
জড়িয়ে ধরে।
তুমি আপ্‌না ঢেকে আড়াল থেকে
রঙ্গ কর'।
তুমি কতই ছলে কি কৌশলে
সঙ্গ হর'।

আছি　জেনেও একা　দাও না দেখা
রও তফাতে—
দেখে　তাই হুতাশে　সলিল আসে
আঁখির পাতে !
কত　যতন ক'রে　তোমার তরে
রচেছি ঘর—
তুমি　আস্‌বে ব'লে　বস্‌বে ব'লে
হে প্রিয়বর !
তুমি　কই আর এলে　নয়ন মেলে
দেখ্‌লে হে কই—
সে ঘর　তোমা বিনে　দিনে দিনে
হয় ধূলি-সই !
সে ঘর　হোক্ না ভাঙা　তোমার রাঙা
চরণ ছুঁলে—
সখা　হয় হে সোনা　এই বাসনা
মনের মূলে।
তুমি　কৃপা করি　কাষ্ঠতরী
করলে সোনা—
তুমি　দয়া ক'রে　ধূলার ঘরে
ভাই এসো না।

তোমায় করব রাজা বাসনা যা
প্রাণের মাঝে·
সাজাব কায়া তোমার চন্দনে আর
ফুলের সাজে !
বাজাবে প্রাণবিলাসী মধুর বাঁশী
প্রাণে র'য়ে—
[illegible]াবে প্রাণ আনন্দেতে গ'লে মেতে
উজান ব'য়ে।
আমি রাখ্‌বো খুসি তোমায় তুষি
দিনে রাতে—
এই অধম সখায় হবে কৃপায়
প্রেম শিখাতে !

ভৈরব—লোফা



শান্তি দাও

সকল ভুবন চেয়ে আছে
তোমার চরণ পানে।
আমিই শুধু নয়ন মুদে
ঘুমাই হে এই খানে।

তোমার মধুর নামটি ডাকি,
শূন্য-পানে ছুটছে পাখী—
সারা-জগৎ ভরিয়ে দিয়ে
তোমার নামের গানে।
আমিই শুধু মূকের মত
ব'সে হে এই খানে।

পূর্ণ ক'রে বিশ্বধাম
উঠ্‌চে তোমার মধুর নাম—
আনন্দে প্রাণ বিভোল যে তার
শুন্‌চে যে জন কানে।

আমিই শুধু বধির হ'য়ে
বসে হে এই খানে।
যাচ্ছে যতই আমার দিন,
হচ্ছি ততই ভরসাহীন—
ভাস্‌চি আমি হায় পাথারে
চলেছি তার টানে।
শান্তি দাও হে শান্তি দাও
শান্তি দাও এ প্রাণে।

খাম্বাজ—ত্রিতালী



শত্রু

কোথায় যাও হে হৃদয় রাজা থেকে থেকে,—
আমার মাঝে এই আমারে একলা রেখে।
হও হে তুমি যবে আঁখির অন্তরাল,
ক্ষেপে ওঠে প্রাণের মাঝে শত্রুপাল,—
তোমার শোভন হৃদয়-পুরে,
সকল শোভা ভেঙে-চূরে,
তোমার আসন-পরে বসে কতই জেঁকে।
মূর্ত্তি ভীষণ—রাজদ্রোহী সবাই তারা,
তাদের দেখে হই আমি আতঙ্কে সারা,—
শক্তিবিহীন হায় একাকী
আমার মাঝে লুকিয়ে থাকি,
মরি আমি তোমায় মনে মনে ডেকে।

মল্লার—দাদরা

শ্রীচরণ

কি ধন দিয়ে ভুলিয়ে তুমি
রাখ্‌বে আমায় করেছ মনে।
ওহে জগতের স্বামী,
আর ভুল্‌বো না ত আমি—
এ ছার মিছার ধনের প্রলোভনে।
তোমার যত বিশ্ব-বিভব,
কণায় কণায় মিলেছে সব—
তার পেয়েছি ত স্বাদ,
তাতে ঘটায় হে প্রমাদ—
সুরার নেশার চেয়েও নেশা ধনে!
দাও হেন ধন দয়াময়,
দানেও সে ধন হয় না ক্ষয়,—
যাহা নেয় নাকো চোরে,
সাথে যায় গেলেও ম'রে
সে ধন আছে তোমার শ্রীচরণে।

লুম—পোস্তা

মায়া

গুটিপোকার মতন আমি
পড়্‌চি বাঁধা আপন ঘরে।
প্রাণের চেয়েও বেশী মায়া
দেখ্‌চি আমার ঘরের পরে।
নাইকো মন আসল কাজে,
সাজাই ঘর নানান্‌ সাজে—
সে সব যে হচ্ছে বাজে,
এ কথা কে স্বীকার করে!
প্রাণের চেয়েও বেশী মায়া
দেখ্‌চি আমার ঘরের পরে।
আপন-ভুলে আপনি জ্বলি,
সে কথা আর কারে বলি—
উপরে হায় ফিরাই কলি,
দিনে দিনে ক্ষয় ভিতরে।
প্রাণের চেয়েও বেশী মায়া
দেখ্‌চি আমার ঘরের পরে।

কালে ঘর জীর্ণ যত,
আঁক্‌ড়ে তারে ধর্‌চি তত—
কে পাগল আমার মত
হেসে ঘর-চাপায় মরে।
প্রাণের চেয়েও বেশী মায়া
দেখ্‌চি আমার ঘরের পরে।

পিলুমিশ্র—খেমটা



আত্মহত্যা

আমি শুধু চরণ দিয়ে
নেইকো ছুঁয়ে ধরার মাটি।
আমার সকল-চিত্ত সকল-প্রাণে
মাটি ছুঁয়ে সদাই হাঁটি।
মাটির গড়ন আমার কায়া,
জেনেও তাতে কতই মায়া—
এই মাটিকে কর্‌বো সোনা
নেই বাসনা—
মাটির গর্ব্বে সদাই ফাটি।
আমি শুধু চরণ দিয়ে
নেইকো ছুঁয়ে ধরার মাটি।
দেখ্‌চি আমি ধরাতলে,
এর মাটিতে কিনা ফলে—
সে দিকে নেইকো যতন
কে মোর মতন
মরে ভূতের বেগার খাটি।

আমি শুধু চরণ দিয়ে
নেইকো ছুঁয়ে ধরার মাটি।
হাসে দীপ নিব্‌বার আগে,
প্রাণে তা হায় না জাগে—
এত সাধের হয়েও মানুষ
হলো না হুঁস্—
আপন-গলা আপনি কাটি।
আমি শুধু চরণ দিয়ে
নেইকো ছুঁয়ে ধরার মাটি।

ভীমপলশ্রী—দাদরা



মোহ

তুমি যতই হও না ধনী—
চোর অপবাদ আছে তোমার জানি।
আমার নেইকো মাখন—নেইকো ননী,
করবে হে চুরি—
আমি ছিন্ন-বাসে অঙ্গ ঢাকি
পথেতে ঘুরি!
তবে আমার বুকের মাঝে,
একটি রতন হায় বিরাজে—
দীপ্তিতে তার অন্ধ হয়ে
আপদ টেনে আনি।
যদি চুরি কর ক'রে দয়া
সেই অপয়া
বিষম পাথরখানি।
চোর অপবাদ আছে তোমার জানি।
শুনি সেই রতনের নামটি মোহ,
তাহার পরশে—
আমি পাগল হ'য়ে কতই হাসি
কিসের হরষে!

ভাবি মনে রত্ন সোনা,
জড়' করি আবর্জ্জনা—
পদে পদে সেই পাথরে
করুচে আমার হানি—
যদি চুরি কর ক'রে দয়া
সেই অপয়া
বিষম পাথরখানি।
চোর অপবাদ আছে তোমার জানি।

ঝিঝিট—লোফ



অন্তিমে

ঘনিয়ে এসে আঁধার যবে
দৃষ্টি আমার হ'রে লবে—
আমার কাছে তুমি তবে
আস্‌বে কি সাজে ?

এ দীনের সেই দিনের শেষে,
উদয় হয়ো সখা এসে—
তোমার মোহন রাখাল-বেশে,—
দেখ্‌বো আমি নয়ন-ভোরে
হৃদয়-রাজে।

আন্‌বে তোমার বাঁশীখানি,
আন্‌বে তোমার হাসিখানি,
আন্‌বে তোমার মধুরবাণী,
দাঁড়াবে ত্রিভঙ্গ হয়ে
হৃদয়-মাঝে।

তোমার নূপুর বাজ্‌বে প্রাণে,
রুণু ঝুণু শুন্‌বো কানে,
গল্‌বে হৃদয় বাঁশীর গানে—
এ প্রাণ মিশে ঐ রাঙা পায়
ত্যেজবে কায়া যে!

ভৈরবী—পোস্তা



বন্ধন

প্রভু তোমার বাঁধন হ'তে শক্ত কোন্ বাঁধন—
খোলে না তা হ'লেও নিধন!
এমন আল্‌গা বাঁধন কার,—
আল্‌গা যেমন—শক্ত তেমন—একি চমৎকার!
মনে হয় এই খোলে-খোলে,
ফাঁক দিয়ে এই পড়ি গ'লে—
খুল্‌তে নারি—গল্‌তে নারি,
বাঁধার ধাঁধায় পাই হে বেদন।
প্রভু তোমার বাঁধন হ'তে শক্ত কোন্ বাঁধন!
তুমি দূরে যাও যত—
আল্‌গা বাঁধন ক'সে এসে দৃঢ় হয় তত,—
খুল্‌তে টানাটানি করি,
শত বাঁধন সেধে পরি—
কায়া গেলেও কায়ার বাঁধন
থাকে—মুক্তি হয় না সাধন।
প্রভু তোমার বাঁধন হ'তে শক্ত কোন্ বাঁধন!

পুরবী—দাদরা

তাত !

প্রভু তোমার পদে পদে-পদে
করছি কতই দোষ।
তুমি হাসি-মুখে কর ক্ষমা—
কর না ত রোষ।
এত দয়া আমার উপর
হয় কখনো হ'লে কি পর ?
ক্ষণেও মনে হয় না তা ত
ওহে তাত—
হায় একি আপশোষ !
তুমি হাসি-মুখে সকল ক্ষম—
কর না ত রোষ।
আপনারে মরণে ঢাকি
আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি—
তুমি সজাগ থেকে দেখ আমায়
পূর্ণ-প্রভায়—
উজলি হৃদয়-কোষ !
তুমি হাসি-মুখে সকল ক্ষম—
কর না ত রোষ।

মল্লার—দাদরা

আবার কবে ?

সখা আবার কবে রাখাল হয়ে
চরাবে ধেনু।
আবার কবে কদম-তলায়
বাজাবে বেণু।

বাজ্‌বে যখন মধুর বাঁশী,
ফুলের মুখে ফুট্‌বে হাসি—
গড়িয়ে পড়্‌বে বুকের মধু
তোমার অধরে।

নীরব হয়ে ঊর্দ্ধমুখে,
শুন্‌বে ধেনু সে গান সুখে—
আপীন দিয়ে ঝর্‌বে পীযূষ
তোমারি তরে।

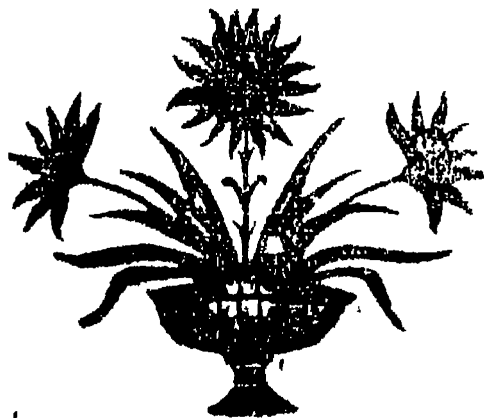
যমুনা-জল উথ্‌লে উঠে
গানের সাথে যাবে ছুটে—
সে জল আরো তরল হয়ে
নাচ্‌বে হাত তুলে।

কদম-কুসুম শিউরে উঠে,
গাছ-ছেয়ে সব উঠ্‌বে ফুটে—
মালা হয়ে তোমার গলে
হাস্‌বে হে দুলে।

দুলবে শাখী—গাইবে পাখী,
গানে-প্রাণে মাখামাখি—
ঝর্‌বে তোমার কুসুম-দেহে
কুসুমের রেণু।

সখা আবার কবে রাখাল হয়ে
বাজাবে বেণু।

ভৈরবী—দাদরা



তোমার সনে

সখা তোমার সনে রাখাল হয়ে
ধেনু চরাব।
তোমার সনে কদম-তলায়
বাঁশী বাজাব।
রাখালগণের কাছে শিখে,
অলকা-তিলকা লিখে
দেবো তোমার মুখে সখা—
তোমায় সাজাব।
ওই যে বনের গাছে-গাছে
রসাল ফল ফ'লে আছে,
পেড়ে তা খাওয়াব তোমায়—
তোমার এঁটো খাব।
সখা তোমার সনে রাখাল হয়ে
ধেনু চরাব।
ফুল ফুটেছে ডালে-ডালে,
গাঁথ্‌ব তুলে কুসুম-মালে—

ফুলের ভূষণ—ফুলের বসন
তোমায় পরাব।

বনের মাঝে—মনের মাঝে,
হের্‌ব নিতি রাখালরাজে,
তুমি চাবে আমার মুখে—
আমি তোমায় চাব।

সখা। তোমার সনে রাখাল হয়ে
ধেনু চরাব।

পিলু-বারোঁয়া—দাদরা



প্রার্থনা

এই বিশ্ব-মাঝে কত কত সাজে
বার-বার আসি—বার-বার যাই ।
আজ আছি হেথা, কাল কোথা যাব,
তাহার কিছু ত ঠিকানা নাই ।

তৃণ হ'তে তরু লতা ফুল ফল,
কীট পতঙ্গ পশু পাখিদল,
যত কিছু আছে সচল অচল—
কতই হয়েছি—কতই হইব,
সদা মনে জাগে সেই ভাবনাই ।

ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ও ব্যোম,
আমি গ্রহ তারা—আমি রবি সোম—
যত সব হের—আমারি এ ক্রম,
কত রূপে-সাজে এই বিশ্ব-মাঝে
বিচরি বিহরি—সবে লয় পাই ।

যত কিছু আছে বিশ্ব-ভিতর—
আমি ও আমার—কেহ নহে পর,

রূপে রূপে ঘটে এ রূপান্তর,—
এই অনন্ত মহাকাল-কোলে
হই কত খেলা—কত খেলনাই।
আমা হ'তে এক আছে স্বতন্ত্র,
সে চালায় মম জীবন-যন্ত্র—
তাহার জীবন-মরণ-মন্ত্র
এই ভাঙে মোরে—এই পুন গড়ে,
ভাঙা-গড়া-মাঝে কাল যে কাটাই।
সে যে ধ্রুবতারা—তার মুখ চাহি
জীবন-তরণী যাই আমি বাহি—
সে-বিনা আমার আর কেহ নাহি,
এ কথা আমার থাকে না ত মনে—
ঘূর্ণী-পাকেতে ঘুরিয়া বেড়াই।
ক্ষণ-তরে নাহি বিরামের লেশ,
ঘুরি ফিরি আমি কত কত দেশ,—
এ তরী-বাহার হবে না কি শেষ?
মিটাও আমারে হে মহা-মহেশ—
ও শ্রীপদে মম প্রার্থনা তাই

সুরট-মল্লার—একতালা

মিনতি

যদি দুখ দিতে মোরে সাধ হয় তব—
দাও হে বেদনা দুখ।
যেন নিদয় হইয়া এ আঁখি-আড়ালে
লুকায়ো না তব মুখ।
দুখ পেলে তব মুখ-পানে চাই,
দেখে তুমি ওঠ হেসে,
তব হাসি দেখে সকল বেদনা
ভুলিয়া যাই নিমেষে—
তব করুণায় মম দুখ-মেঘ
বরষে এ প্রাণে সুখ।
যেন নিদয় হইয়া এ আঁখি-আড়ালে
লুকায়ো না তব মুখ

যেন হে প্লাবন-ঝঞ্ঝা-বাত্যা
বহ্নি-ভূ-কম্পনে—
বঞ্চিত নহি হই হে তোমার
ও শ্রীমুখ-দরশনে।
তোমার কৃপায় বজ্র সহিতে
পারে যেন এই বুক।

প্রভু নিদয় হইয়া এ আঁখি-আড়ালে
লুকায়ো না তব মুখ।
কৃপা ক'রে তুমি এ নয়ন হ'তে
ল'য়ো না দৃষ্টি হরি,
যেন দেখি সমভাবে তব মুখ—যবে
যাব দেহ পরিহরি—
শেষের সে দিন স্মরিলে আমার
প্রাণ করে ঢুক্ ঢুক্।
যেন নিদয় হইয়া এ আঁখি-আড়ালে
লুকায়ো না তব মুখ।

ভৈরবীমিশ্র—একতালা



ধন্য

ধন্য ধন্য করুণা তোমার—
ধন্য তুমি হে ধন্য।
তব বিশাল বিশ্ব-মাঝারে এ দীন
অতীব হীন নগণ্য।
কি বুঝিবে প্রভু তব মহিমা এ দাস,
ষড় ঋতু মাঝে তব মধুময় হাস —
কুলিশের মাঝে আশ্বাস-বাণী
শুনিবারে পায় বিশ্বাসে প্রাণী—
দহনের মাঝে সান্ত্বনা হেরে,
তুমি হে যার শরণ্য।
ধন্য ধন্য করুণা তোমার
ধন্য তুমি হে ধন্য।

অণু-পরমাণু মাঝে তোমার বিকাশ,
তুমি আছ ব'লে —নাই কাহারো বিনাশ,
ভ্রান্ত যে—তার সকলি ভ্রান্তি,
দেখেও দেখে'না তোমার কান্তি,

শান্তিতে ডুবে পায় না শান্তি—
একে ভাবে সে যে অন্য।
ধন্য ধন্য করুণা তোমার
ধন্য তুমি হে ধন্য।

সৃষ্টি তোমার নহে করুণার তুল্য—
সসীম সৃষ্টি—দয়া অসীম অমূল্য,
কাল-শৃঙ্খলে বেঁধেছ সৃষ্টি,
তাই তাহে ঘটে প্রলয়-রিষ্টি
তব অনন্ত করুণা-বৃষ্টি
করে তারে কর্ম্মণ্য।
ধন্য ধন্য করুণা তোমার
ধন্য তুমি হে ধন্য।

তোড়া—ঠুংরি



প্রভু

প্রভু দিবসের পাছে নিশীথের সম
আসি যাই আমি হায় চিরকাল।
তারা-শশীহীন এ অমানিশিরে—
পরাইবে কবে আলোকের মাল!
জবা-কুসুম-সঙ্কাশ রবি
হয়ে এসো মম হৃদয়ে—
হৃদয়-পদ্ম-কোরক আমার
হাসুক তোমার উদয়ে—
কর তারে প্রেম-চুম্বন-দান,
প্রাণের মাঝে সে পা'ক নব প্রাণ,
যুগের পিপাসা মিটুক নিমেষে—
অনুরাগ-রাগে হোক্ লালে-লাল।

ওহে প্রিয়তম—ওহে প্রাণনাথ—
তোমার পরশ-মন্তরে,
নব-সৌরভ নব-পরিমল
উথলি উঠুক অন্তরে—

বিশ্বে সে বাস দিতে উপহার
　　সমীরণ নিক্ দয়া ক'রে ভার --
ভৃঙ্গ লইয়া যাক্ পরিমল,
　　পেয়ে তা বিশ্ব হোক মাতোয়াল

ইমন—দাদরা



সাধের পাখী

আমার এই সাধের পিঞ্জরে
পুষ্‌চি আমি সাধের পাখী।
যত্ন তারে কর্‌তে আমার
নাইকো কোন-কিছুই বাকী।
শিখাই আমি যত্ন ক'রে
তায় যে বুলি,
শেখার আগে হায় সে পাখী
যায় যে ভুলি—
হায় তারে ছি ছি, মিছামিছি
জ্বালায় কিচির-মিচির ডাকি।
যত্ন ক'রে নিত্য তারে
খাওয়াই ছোলা,—
ভেবেছিনু হবে আমার
সে হরবোলা—
হলো বিফল সকল কাট্‌চে শিকল
পালায় কবে দিয়ে ফাঁকি!

হাতে ক'রে খেতে দিলেই
পেলে বাগে—
কামড়াবে—নয় ঠোকরাবে সে
কিসের রাগে—
হায় হায় আপশোষ মান্‌লো না পোয
এত যত্নাদরে থাকি'।
জন্ম জন্ম শুনি নাকি
এম্‌নি ধারা—
পাখী পিঞ্জরে পিঞ্জরে ঘোরে
জগৎ-সারা—
পাখী বাঁধ্‌তে কারে বারে-বারে
বাঁধা পড়ে—বল্‌বে না কি ?

বারোঁয়া—পোস্ত।



কলঙ্ক

ধরার আলোক পাইয়া যে লোক
হয় সদা আলোকিত—
ধরার উদয় অস্তে যাহার
দিবানিশি পরিমিত,—
সে লোকের জীব হেরিছে নিয়ত
আঁধারি ধরার অঙ্ক,
রহিয়াছে এক কালিমার দাগ—
আমিই সেই কলঙ্ক!

মোর পাপ-রাহু যে অশুভ-কালে
ধরণীরে করে গ্রাস—
সে লোকের জীব সে অমঙ্গলে
পায় প্রাণে কত ত্রাস!
ডাকে জগদীশে করি নাম-গান
হইবারে নিরাতঙ্ক—
ধরার মুক্তি প্রার্থি সে জীব
বাজায় যে শুভ-শঙ্খ!

হে বিশ্বনাথ তব করুণায়
এ মম কৃষ্ণ রেখা—
মুছে গিয়ে হোক্ নয়নানন্দ
কনকোজ্জ্বল লেখা !
নহে পরমেশ সে লোকের জীবে
করিবারে নিঃশঙ্ক—
দাও মুছে দাও ধরণী হইতে
এই কলঙ্ক-অঙ্ক !

কানাড়া—একতালা



সাধ

এ পরাণে চির সাধ করে—
যেন চিরকাল থাকি
চির-মঙ্গলা এই ধরণীর পরে।

যেন পথের ধারের তরু হ'য়ে থাকি,
তলদেশে মোর ছায়া পেতে রাখি,
যেন আতপ-তপ্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিক সেথায়
বসে আরামের তরে।

আমি কোথাও যাব না—হেথায় রহিয়া,
নদী-ধারা হয়ে যাইব বহিয়া,
যেন তৃষায় কাতর পশু-পাখী-নর-কীট-পতঙ্গ
মোর জলে তৃষা হরে।

আমি দারুণ-নিদাঘে হইয়া মলয়,
লহরে লহরে এ ভুবনময়,
যেন যাই গো বহিয়া সুখ-সুশীতল পরশ ছড়ায়ে,
এই ভুবন ভিতরে।

আমি নিদ্রা হইয়া আঁখি-পল্লবে—
বসিব সবার—শ্রমাতুর যবে,
আমি সু-স্বপন হয়ে বিচরিব সদা জগত-মাঝারে
আশ্বাসিতে কাতরে।

আমি মরণের মাঝে রহিব বাঁচিয়া,
জীবনের ধারা চলিবে নাচিয়া—
আমি মরণ-সূত্রে জীবন-পুষ্প-মাল্য হইয়া
রহিব দেবের বরে।

ধানি—দাদরা



এস

এস তুমি চির-সুন্দর হে আনন্দ-কন্দ !
মম চিত্ত-কুমুদে নিত্য বিহর
পূর্ণ-আলোকে ওহে হৃদয়-চন্দ।
এস বসন্ত-বন-বল্লরী-বিতানে,
এস বিলস-ললিত দিব্য বীণার গানে,
এস পিক-কাকলী-কলিত কুসুম-কুঞ্জে—
এস মত্ত-মধুপ-মধুর-মঞ্জু-গুঞ্জে !
এস মলয়ানিল-হিল্লোলে—
এস স্নিগ্ধ তটিনী-কল্লোলে—
এস স্বর্ণ-তারে সুর-ঝঙ্কারে
পূর্ণ করিয়া রাগ তাল ছন্দ।
এস তুমি চির-সুন্দর হে আনন্দ-কন্দ !

এস ভুবন-মোহন বঁধুয়ার বর-সাজে—
কুসুমাবৃত এ মম মরম-মাঝে,
পাতিয়া রেখেছি সিংহাসন—
পদ-পঙ্কজ কর অর্পণ—
যেন সকল কামনা কুসুম হইয়া
নবীন শোভায় রাজে—

যেন বিশ্ব ভরিয়া সৌরভ তার ছোটে,
যেন বিশ্ব-অধরে সুবিমল হাসি ফোটে
বিশ্ব ভাসায়ে বহে চিত-মকরন্দ।
এস তুমি চির-সুন্দর হে আনন্দ-কন্দ!

এস ধ্যানে এস জ্ঞানে,
এস জ্যোৎস্না-আবেশ-অলস এ দু-নয়ানে—
এস মধুর-বেদন-বিধুর এ মম প্রাণে—
এস হাস্যে এস লাস্যে,
যেন সরমে-সোহাগে চির-অনুরাগে
হৃদয়ে তোমার প্রেম-মূরতি জাগে—
টুটায়ে সকল বন্ধ!
ঘুচাইয়ে মম জীবন-মরণ ধন্দ।
এস তুমি চির-সুন্দর হে আনন্দ-কন্দ!

ইমন—দাদরা



ব্যথার ব্যথী

তোমার মতন ব্যথার ব্যথী
কে আছে আর এ সংসারে !
আমি হইচি অবাক ওহে সখা
তোমার মধুর ব্যবহারে।
ব্যাধি এসে জুড়ে বসে
যখন আমার পুরে—
আমি আকুল হ'য়ে ডাকি তোমায়
কত কাতর সুরে !
তুমি ডাকার আগে এসো কাছে —
ধন্য তোমার করুণারে !
তোমার মতন ব্যথার ব্যথী
কে আছে আর এ সংসারে !

দহি যখন তাপানলে,
জলে নয়ন ভাসে !
দেখি তুমি কাতর হয়ে
ব'সে আমার পাশে—

তুমি দেহে আমার হাত বুলায়ে
জুড়ায়ে দাও যাতনারে।
তোমার মতন ব্যথার ব্যথী
কে আছে আর এ সংসারে!

পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী
পুত্র কন্যা জায়া,
স্বজন সুহৃৎ সহায় যত
সকল তোমার ছায়া,—
অমায়িকের এমন মায়া—
সকল মায়া একাধারে!
তোমার মতন ব্যথার ব্যথী
কে আছে আর এ সংসারে!

মিশ্র—লোফা

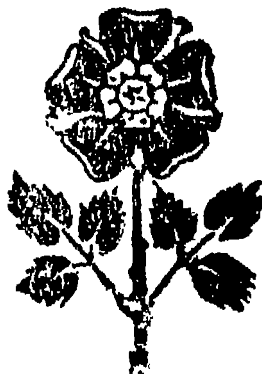


রাজ-রাজেশ্বর

হে প্রভু তুমি এ ব্রহ্মাণ্ডের রাজ-রাজেশ্বর।
শষ্প হইতে সকলে তোমায় দানিছে আপন কর।
মুকুট তোমার সুনীল-গগন,
শোভে তাহে শশী তারা অগণন,
বিশ্ব ব্যাপিয়া তব সিংহাসন—
সভাসদ তব হয় গ্রহগণ,—
তোমার অধীন রাজন্য সব—যত আছে ভাস্কর।
তরু-বল্লরী সাজাইয়া ডালা
দিতেছে নিত্য পুষ্পের মালা,—
শস্য-ক্ষেত্র হরষ-চিত্ত,
পূজা উপহার যোগায় নিত্য,—
যোগের আসনে তব-ধ্যান-রত অদ্রি নিরন্তর।
সমীর সতত চামর ঢুলায়—
বিহঙ্গগণ বন্দনা গায়,—
উচ্ছল-হৃদে সপ্ত-জলধি
বাজায়-শঙ্খ সৃষ্টি-অবধি,—
স্তুতি-নুতি করে দিবা-শর্ব্বরী তুলি পরার্দ্ধ কর।

অনাদি হইতে অনন্তকাল
আজ্ঞা বহন করে দিকপাল—
সপ্ত-ঋষিতে করি মণ্ডল,
যজ্ঞ ও হোম করে অবিরল,—
দেবীগণ তব হয় অনুচরী—দেবগণ অনুচর।
ধরিত্রী তব বিলাসের ভূমি,
নিত্য বিরাজ হেথায় হে তুমি,—
গীতি-গন্ধ বরণে রঙিয়া
আছে এই ধরা তোমারি হে প্রিয়া,—
মানব তোমার প্রেমের প্রজা—প্রেমেই সে অমর।

ঝিঝিট—একতালা



চির-প্রভু

তুমি আমার চির-প্রভু সর্ব্ব দুঃখহর—
আমি তোমার চরণতলের চির-অনুচর।
পিতা তুমি—মাতা তুমি, ভগ্নী তুমি—ভ্রাতা তুমি,
পুত্র তুমি—জায়া তুমি, কায়া তুমি—মায়া তুমি,
আপন হ'তেও আপন তুমি—পর হ'তেও পর।
জ্ঞান তুমি—চিত্ত তুমি, অনিত্যের যে নিত্য তুমি,
হ্রাস তুমি—বৃদ্ধি তুমি, দৈন্য তুমি তুমি,
সাধনা ও সিদ্ধি তুমি—সকলের আকর।
স্থূল তুমি—সূক্ষ্ম তুমি, সুখ তুমি—দুঃখ তুমি,
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় তুমি, অস্ত তুমি—উদয় তুমি
বাঙ্‌মনো-অগম্য তুমি—তুমিই হে গোচর।
ধ্যান তুমি—জ্ঞান তুমি, আত্মা তুমি—প্রাণ তুমি,
মর্ম্ম তুমি—শর্ম্ম তুমি, কর্ম্ম তুমি—ধর্ম্ম তুমি,
আমি তোমার এক নিমেষের ধূলার খেলাঘর।

মল্লার—ঝাঁপতাল



আঘাত কর

আমার সুপ্ত প্রাণের দ্বারে সখা
একটি আঘাত কর
দেখ্‌তে তোমার বদন—
এ প্রাণ উঠুক সজাগ হয়ে ;
আমার শুষ্কহৃদয়-পরে সখা
একটি আঘাত কর—
হৃদয় দিয়ে লুপ্ত প্রেমের
নির্ঝর যাক্‌ হে বয়ে ;
আমার এ মূক মুখে তুমি সখা
একটি আঘাত কর—
তাহার ভাষা ভুলে—ফেলুক
তোমার ভাষা কয়ে।
আমার মনের পরে তুমি সখা
একটি আঘাত কর—
যে আঘাতে সকল আঘাত
থাকবে এ মন সয়ে।

বাউলের সুর—লোফা

আনন্দপুরে

যা দেখি মন উড়ে
সেই আনন্দ-পুরে—
এই বিশ্বচক্র কেন্দ্র ক'রে
যারে বেড়ায় ঘুরে।
সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়্‌চে
কি আনন্দ ধারা—
সে আনন্দ আলোক-রূপে
পাচ্ছে গ্রহতারা,—
সেই আনন্দ বিশ্বে গেয়ে
ফির্‌চে মধুর সুরে।
যা দেখি মন উড়ে
সেই আনন্দ-পুরে।

অনল অনিল সলিল হয়ে
সেই আনন্দ রাশি,
যাচ্ছে বঁয়ে বিশ্ব-পরে
ফুটিয়ে সবার হাসি,—

জীবন-মরণ মাঝে সে যে
পড়্‌চে ঝুরে ঝুরে।
যা দেখি মন উড়ে
সেই আনন্দ-পুরে।

সেই আনন্দে রবি-শশী-
তারার ডিম্ব ফোটে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে কতই বিশ্ব
শূন্য ভ'রে ওঠে,—
আবার নিরানন্দে যায় যে নিবে,
হারায় সে তনুরে।
যা দেখি মন উড়ে
সেই আনন্দ পুরে।

সেথা নাইকো কায়া—নাইকো মায়া
নাইকো ছায়া আলো—
নাইকো সেথা তৃপ্তি তৃষা,
নাইকো মন্দ ভালো,—
আবার শব্দ স্পর্শ রূপ রস আর
ব্যোমও বহু দূরে।

যাঁ দেখি মন উড়ে

সেই আনন্দ পুরে

সেথা নাইকো জীবন—নাইকো মরণ,

নাইকো সেথা কালও—

নাইকো দিবা—নাইকো নিশা,

নাইকো ছন্দ তালও—

আবার নাই-এর মাঝে সবই আছে

শূন্যে পূর্ণ-পুরে

যা দেখি মন উড়ে

সেই আনন্দ পুরে

বাউলের স্থর—লোফা



ছোট হয়েও বড়

তুমি যত ছোট-ই হও না কেন
ছোট হয়েও তেমনি বড়-ই থাক।
বটের বীজের মতন তুমি
ও আপনাকে কেমন ক'রেই ঢাক!
প্রজাপতির পাখার মাঝে,
সকল বিশ্ব-বর্ণ রাজে—
তুমি থালির ভেতর পূরে হাতি
নাহি জানি কেমন ক'রেই রাখ!
তুমি যত ছোট-ই হওনা কেন
ছোট হয়েও তেমনি বড়-ই থাক!

আমার মাঝে বিশ্বখানি,
জেনেও ভ্রমে হায় না জানি—
করি আমি যতই বড়াই
হেসে তুমি কিছুই গায়ে না মাখ।
তুমি যত ছোট-ই হওনা কেন
ছোট হয়েও তেম্‌নি বড়-ই থাক।

চক্ষু থেকেও দেখি না ত,
কর্ণ থেকেও শুনি না ত,—
তুমি আমার মাঝে আমি হয়ে
আমায় তুমি দিবানিশি ডাক
তুমি যত ছোট-ই হওনা কেন
ছোট হয়েও তেম্‌নি বড়-ই থাক

কেদারা—দাদরা



এমন দয়া

আমার যোগ্য হ'য়ে তুমি
এস সদাই আমার কাছে
তোমার মতন এত দয়া
আর কি কোথাও কারো আছে
পিতা হয়ে দেখাও তুমি
কতই যে উদার মহান্—
মাতা হ'য়ে স্তন্য দিয়ে
বাঁচাও আমার কোমল প্রাণ,—
এমন কঠোর বিশ্ব-কারা,
স্নেহে কর স্বর্গ-পারা।
পাছে সহায়—সাম্‌নে সাহস—
ফের' আমার আগে পাছে
তোমার মতন এত দয়া
আর কি কোথাও কারো আছে

বন্ধু হ'য়ে ভ্রাতা হ'য়ে
দাও হে তুমি আলিঙ্গন—
তোমার প্রেমে এ শুষ্ক প্রাণ
হয় যে সখা সে নন্দন।

ভাবের মাঝে পাই মূরতি,
স্বপ্ন-মাঝে সত্য-জ্যোতি
ভক্তি হয়ে মূর্ত্তিমতী
আমার এ হীন প্রাণকে যাচে।
তোমার মতন এমন দয়া
আর কি কোথাও কারো আছে।

এত বুঝেও—এত জেনেও
বেড়াই আমি ভ্রমে-ভ্রমে—
চোখের আলোয় মনের আঁধার
ঘুচলো না ত কোন ক্রমে!
এ অবোধের হায় কি হবে—
সত্য আঁখি ফুট্‌বে কবে!
হাত বাড়ালে পাই হাতে ফল—
চেয়ে আছি শূন্য গাছে!
তোমার দয়া বিনা সখা
এ অধম কি কভু বাঁচে!
তোমার মতন এত দয়া
আর কি কোথাও কারো আছে।

সুরট—ঝাঁপতাল

ভরসা হয় না

আমার ভরসা হয় না প্রবেশিতে দেব
তব পবিত্র মন্দিরে।
আমার হৃদি-প্রাণ-মন সকল অশুচি,
অশুচি আমার কায়া—
আমার স্মরণ মনন সকল অশুচি,
অশুচি আমার ছায়া!
তাই কাঁদি আমি সারা দিবস-রজনী
রহি মন্দির-বাহিরে।
আমার ভরসা হয় না প্রবেশিতে দেব
তব পবিত্র মন্দিরে।

দেব তোমার যখন অর্চ্চনা হয়
আসে ধূপ-দীপ-গন্ধ—
তারা পাপী বলি মোরে করে না ত ঘৃণা,
পরশে দেয় আনন্দ!
তখন ছুটে যেতে চায় লুটাতে ও পদে
এ প্রাণ ত্যজি এ শরীরে।
আমার ভরসা হয় না প্রবেশিতে দেব
তব পবিত্র মন্দিরে।

হেরি এ মম ছিন্ন মলিন বসন,
ধূলা-ধূসরিত দেহ—
দূর দূর করি সবাই তাড়ায়
দয়া ত করে না কেহ ;—
আমি আপনার মাঝে কুণ্ঠিত হয়ে
ডুবে থাকি হায় আঁখি-নীরে।
আমার ভরসা হয় না প্রবেশিতে দেব
তব পবিত্র মন্দিরে।
যবে পূজা দিয়ে সব লোক চ'লে যায়,
দ্বার হয়ে যায় বন্ধ—
আমি হেরি—তব দ্বার খোলা আছে,
আমিই কি তবে অন্ধ !
কোলে করি তুমি ব'সে আছ হেরি
এ দীন শ্রীপদ-বন্দীরে।
আমার ভরসা হয় না প্রবেশিতে দেব
তব পবিত্র মন্দিরে।

কামোদ—দাদরা

এই কর আমারে

প্রভু এই কর আমারে—
আমার মতন দীন কেহ আর
না হয় এ সংসারে।
সবার নীচে থাক্‌বো আমি,
ধূলা-মাটি মাখ্‌বো আমি,
রাখ্‌বো সবায় আমার উপর—
হুইবো তাদের ভারে।
প্রভু এই কর আমারে—
আমার মতন দীন কেহ আর
না হয় এ সংসারে।
থাক্‌বে না আর আমার জাত,
কুড়িয়ে খাব পথের ভাত,
কেউ আমারে আর ছোঁবে না—
ছোঁব'না ত কারে।
প্রভু এই কর আমারে—
আমার মতন দীন কেহ আর
না হয় এ সংসারে।

গাছের তলায় থাক্‌বো শুয়ে,
জড়িয়ে আমি থাক্‌বো ভূঁয়ে,
রৌদ্র বাদল সবাই যেন
আমার কাছে হারে।
প্রভু এই কর আমারে—
আমার মতন দীন কেহ আর
না হয় এ সংসারে।
দিগম্বর-ই হয় হে বেশ,
আমার ব'লে না রয় লেশ,
যেন এ-পার ও-পার হয় হে সমান—
কাজ কি ভব-পারে!
এই কর আমারে—
আমার মতন দীন কেহ আর
না হয় এ সংসারে।

বাউলের স্থর—লোফা



আমার সাধ

সখা লুকিয়ে লুকিয়ে ও চাঁদ-বদন
দেখ্‌তে আমার সাধ
আমার আর কেহ নাই তোমা-ছাড়া
ওহে হৃদয়-চাঁদ।
শূন্য আমার কুটির-খানি
শূন্য আমার মন,—
নিখিল-রত্নে ভর্‌বে—যখন
আস্‌বে হে প্রাণধন!
তোমায় আসনেতে বসাইয়া,
দেখ্‌বো শত-নয়ন দিয়া —
রাখ্‌বো তোমার রাঙা পায়
আমার অপরাধ।
সখা লুকিয়ে লুকিয়ে ও চাঁদ-বদন
দেখ্‌তে আমার সাধ।
আমার প্রতি-অঙ্গ থাক্‌বে চেয়ে
প্রতি অঙ্গ-পানে,
ভর্‌বে আমার এ প্রাণখানি
তোমার প্রাণের গানে—

বাজাবে হে মধুর-বাঁশী,
উথ্‌লাবে তায় সুরের রাশি,
আমি ঐ সুরেতে মিলিয়ে যাব—
প্রাণ হবে অবাধ।
সখা লুকিয়ে লুকিয়ে ও চাঁদ-বদন
দেখ্‌তে আমার সাধ।

ঝিঁঝিট মিশ্র—ভরতঙ্গা



গোল

আমার মনে গোল উঠেছে ভারি—
সে গোল তুমি মিটাও বংশীধারী।

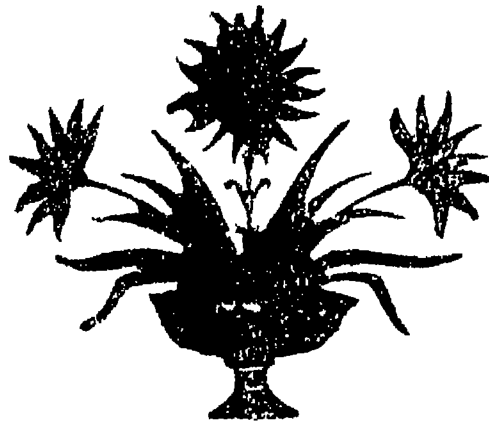
সূচে বিঁধে গাথ্‌লে ফুলের মালা,
ফুল যে ব্যথা পায়—
ব্যথা-পাওয়া ফুলে কেমন ক'রে
সাজাব তোমায়—

তাতে তোমার লাগ্‌বে ব্যথা,
তোমায় ব্যথা দিতে কি পারি।
আমার মনে গোল উঠেচে ভারি,
সে গোল তুমি মিটাও বংশীধারী।

তরু-লতার ফুলে ব্যথা দিয়ে,
ছিন্ন ক'রে তাও—
পারি না ত সাজাতে তোমায়
পাছে ব্যথা পাও—

ফুল আপনি ঝ'রে পড়ুক ও পায়,
দেখি আমি হাসি তাহারি
আমার মনে গেলে উঠেছে ভারি—
সে গোল তুমি মিটাও বংশীধারী

আসোয়ারী—দাদরা



আর কাজ কি

আর কাজ কি আমার নিরালা,
কাজ কি আমার তপ-জপের মালা !
আমি উচ্চকণ্ঠে গাইব হরিনাম—
জগৎ জুড়ে হবে মাতুয়ারা—
গাইবে বিশ্ব আমার সাথে
গাইবে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,—
গাইবে লতা—গাইবে শাখী, গাইবে নদী—গাইবে পাখী,
নাচ্‌বে সবাই, গাইবে সবাই,
বিশ্ব হবে হরিনামের নৃত্য-গীত-শালা।
আর কাজ কি আমার নিরালা,
কাজ কি আমার তপ-জপের মালা !
আমার প্রতি-অঙ্গ গাইবে দিবানিশি
সুধামাখা মধুর হরিনাম,
হরিনামের মধুর বন্যা এসে
ভাসিয়ে দেবে যত নগর গ্রাম !
গাইবে পশু কীট পতঙ্গ, হরির মধুর নাম তরঙ্গ
পাগল হয়ে যাবে বয়ে—
বিশ্ব-তরী নাচ্‌বে তাতে—ঘুচ্‌বে সব জ্বালা।

বাউলের স্বর—লোফা

তোমার রূপ

এতবার এলাম গেলাম,
তোমার কি হে পাই নি দেখা!
তুমি কোথাও নও তো ছাড়া—
হয় নি আমার দেখ্‌তে শেখা।
তোমার গীতি অন্তঃশীলা
নিত্য বাজে আমার প্রাণে—
ফুল্ল-কুসুম-বাসের মতন
আমার প্রাণে কি সুখ আনে!
তুমি আমার মাঝে আছ মিশে
না দেখে তাই ভাবি একা॥
পাই হে পরশ—দেখি হে রূপ —
পাই হে তোমার অঙ্গ-বাস,
তবু তোমায় না দেখে আর
মিটে নাত আমার আশ—
আমি দেখ্‌চি চোখে—জগৎ জুড়ে
হাস্‌চে তোমার রূপের রেখা।

খাম্বাজমিশ্র—একতালা

তোমার তরে

আমার সকল চিত্ত—সকল প্রাণ,
সকল প্রাণের সকল গান,
যেন জেগে ওঠে এক নিমিষে—
তোমার তরে—তোমার তরে—তোমার তরে।
আমার সব বাসনা—সকল আশা,
সকল প্রীতি ভালবাসা,
যেন জেগে ওঠে এক নিমেষে—
তোমার তরে—তোমার তরে—তোমার তরে।
আমার সকল তৃপ্তি—সকল তৃষা,
সকল দীপ্তি—সব মনীষা,
যেন ধায় মিলিত হয়ে শেষে—
তোমার তরে—তোমার তরে—তোমার তরে।
তারা মিশুক আবার আমার মাঝে,
সবাই নূতন নূতন সাজে,
সবাই নূতন হ'য়ে এসে—
তোমার করে—তোমার করে—তোমার করে।

পরজ—দাদরা

অপরাধী

প্রভু অপরাধী আমি বন্দী হইয়া
এসেছি তোমার দ্বারে।
শির পাতি লব যে দণ্ড হয়
তব অতুল বিচারে!
জনম-জনম করি অপরাধ
জনম জনম ক্ষম—
হে কৃপা-সিন্ধু কাহার করুণা—
তোমার করুণা সম!
তবুও আমার হ'লো না সুমতি—
দোষ দিব বল কারে!
বিশ্ব-মাঝারে সবে চেনে মোরে,
সবে জানে আমি দাগী—
কেন হে তোমার এতই করুণা
এই অধমের লাগি?
পাঠাও আমারে সে দীপান্তরে
এ ভব-সিন্ধু-পারে।

কানাড়া—একতালা

দয়াল হরি

দয়াল হরি ডাক্‌চে আমায়
পাখীর কলতানে।
দয়াল হরি অনিল হয়ে
কইচে কথা কানে ।
দয়াল হরি নদী হয়ে
গান গেয়ে ঐ যায় যে বয়ে—
কি আনন্দের কথা ক'য়ে
ভর্‌চে কানে কানে ।
দয়াল হরি ফুলের হাসে,
দয়াল হরি ফুলের বাসে—
ঋতু হয়ে বারো মাসে
কি আনন্দ আনে ।
দয়াল হরি শিশুর ঠোঁটে,
সুধা হয়ে ধরায় লোটে—
পাঁকের মাঝে পদ্ম ফোটে
দয়াল হরির গানে ।

নীল গগনের পাটে বসি,
দয়াল হরি—রবি শশী,
ওই কিরণ অন্তরে পশি
মরম কথা জানে ।
দয়াল হরি তিন-ভুবনে,
ফিরে ঘুরে আপন মনে,
জলে স্থলে শুন্যে বনে—
এই—ওই—সেই খানে ।

সুরটমিশ্র—ত্রিতালী



অধম

তোমার নিকটে এ মুখ দেখাতে
হয় হে সরম ভয়।
এই কালামুখ কি ক'রে দেখাব
তোমারে হে দয়াময়!
যে রতন সাথে লয়ে এসেছিনু
হারায়ে ফেলেছি—নাই-
সোনা দিয়ে তুমি গ'ড়ে পাঠাইলে,
হয়ে গেছি হায় ছাই,—
যা মোর বিভব—মম গৌরব—
পাইয়াছে সব লয়!
ভজন-সাধন কিছুই জানি না,
কাঁদিতে কেবল জানি—
যদি করুণায় লও এ অধমে
অভয়-বক্ষে টানি—
নয়নের জলে হায় পাপানলে
করিতে নারি হে ক্ষয়!

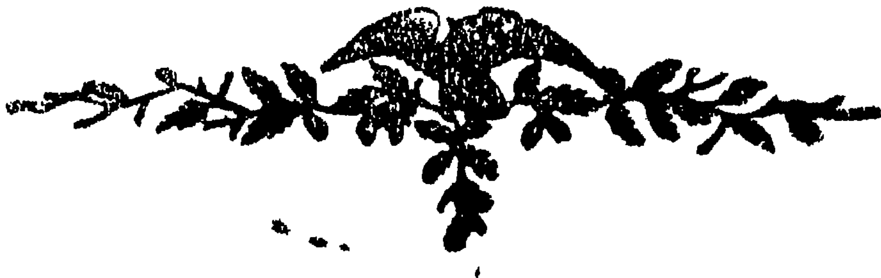
ভীমপলশ্রী—একতালা

আকাঙ্ক্ষা

ফুল যদি তুমি কর হে আমায়,
ক'রো সেফালি—
প্রভাতে ঝরিব তব রাঙা-পদে
হে বনমালী।
ফল যদি কর এ অধমে তুমি—
ক'রো গুঞ্জে,
শোভিব তোমার কণ্ঠ-হারে হে
আমি পুঞ্জে।
মাটি যদি কর মোরে প্রভু তুমি,
ক'রো সে মাটি—
তোমার প্রতিমা-অঙ্গ গড়িতে
লাগি হে খাঁটি।
বারি যদি তুমি কর হে আমায়,
ক'রো সে বারি—
তোমার পূজায় ব্যবহার করে
তব পূজারি।

দীপ যদি তুমি কর মোরে প্রভু,
জ্বলি না খালি—
লাগি যেন আমি আরতিতে তব—
যবে দীপালী।
তরু যদি কর—ক'রো চন্দন
তরু-কাননে—
হয় হে আমাতে অলকা-তিলকা
তব আননে।
জ্ব'লে যদি মরি—তবে যেন দেয়
এ ধূপে জ্বালি—
তব মন্দির আঁধার করিয়া
সুবাস ঢালি।

পিলুমিশ্র—একতালা



হে পিত !

ভূভার-হরণ-কারণে হে পিত
হইয়াছ কত অবতার।
পাতকী তরাতে সহিয়াছ কত
জঠর-যাতনা বার বার।
জীবে তরাইতে নর-রূপ ধরি,
বার-বার এসো—হে দয়াল হরি—
নিজে ব্যথা স'য়ে—ব্যথা হরে ল'য়ে
বহাও বন্যা করুণার !
নিজ-গুণে যদি ক্ষম মোরে হরি,
তবেই এবার এ বিপদে তরি,
আমার মতন পাপী কোন্ জন—
ক্ষমা চাব কোন্ মুখে আর !

মল্লার—একতালা

মা

পিতা পাপের প্রলোভনে আমি
গিয়েছিলাম ব'য়ে।
তুমি কতই শাসন ক'রেছিলে
কত কথাই ক'য়ে।
শুনি নিকো সে সব কথা,
তোমায় দিয়েছি হে ব্যথা—
এখন স্মরি তাহা নয়ন দিয়ে
যায় হে ধারা ব'য়ে!
ঘরের ছেলে ঢুক্‌তে ঘরে
কাঁপ্‌চে চরণ বিষম ডরে—
চেয়ো নাকো ওহে পিতা!
রুদ্রমূর্ত্তি ল'য়ে—
ছেলে যতই করুক্ দোষ,
মাতার কভু হয় না রোষ—
আমায় দাও হে দেখা—নাও গো কোলে
একবার মা হয়ে।

খাম্বাজ—ঠুংরী

আমার আমি

আমি তোমার চরণ-পরশের তরে
ধূলাতে রয়েছি পড়িয়া।
আমি মনে-মনে পূজা করি হে তোমায়
ধূলার মূরতি গড়িয়া।
আমি তোমার তরে এ বক্ষ পাতিয়া
রেখেছি হে দিবাযামী,
তুমি চলিয়া যাইবে—দলিয়া যাইবে
ওহে হৃদয়ের স্বামী,—
আমি গলিয়া যাইব ও পদ পরশে
পুলক-ভরে শিহরিয়া!
আমি ধারা হয়ে যাব নিয়ত বহিয়া
প্রেমের সাগর পানে,
আমি মিলিব মিশিব সে প্রেম-সাগরে
প্রাণের আকুল টানে,—
আমি ধন্য হইব এ বিশ্ব-মাঝে
এই আমারে বিতরিয়া।

কানাড়ামিশ্র—একতালা।

আপশোষ

কি অভাগা আমি—এ মম ক্ষুদ্র
হৃদয়-মুকুল ফুটিল না!
আপন বন্ধে বাঁধা যে রহিল—
সে বন্ধন ত টুটিল না!
তোমার স্নিগ্ধ মলয়-পরশ
আনিল না তাহে রূপ-বাস-রস!
তব করুণা-আলোকে হেরিল না চোখে—
তাপ পেয়ে সে যে শুকায়ে ঝরিল,
তার মধু অলি লুঠিল না!
রূপের জগতে রূপ বিকাশিয়া,
ধন্য হলো না হিয়া বিতরিয়া—
তার বৃথায় জনম—বৃথায় মরণ,
হৃদয়ের সাধ হৃদয়ে মিশিল—
জীবনের সাধ মিটিল না!

খাম্বাজ দাদরা

পরিতাপ

সুন্দর তব বিশ্ব-সরসে
আমিই কেবল
হইয়া রয়েছি দাম।
তব পুণ্য-পরশে কমল হইয়া
ফুটিতে নারিনু,
রহিনু বিফল-কাম।
পূর্ব্ব-জনমে কি ছিলাম আমি,
তুমিই জান হে অন্তরযামী,
কি পাতকে হায় আছি এত নামি—
স্বচ্ছ সলিল করিয়া আবিল
কিবা মোর পরিণাম!
কোথা প্রাণ মোর—কোথায় হৃদয়,
কেন এ জনম হেন দুখময়,—
করিয়া আঁধার আঁধার নিলয়,
সলিলে রহিয়া—সলিলে দহিয়া—
কাটে কাল অবিরাম।

মল্লারমিশ্র—দাদরা

জগজ্জননী

ওরে দেখ দেখ দেখ দেখরে চেয়ে।
এই যে এসেছে জগজ্জননী
ভুবন-মোহিনী মেয়ে।
তোদের দৈন্য দুঃখ হেরিয়া—
কেঁপেছে—ফেটেছে জননীর হিয়া।
পাইবি রে পথ হবে মনোরথ
পূর্ণ এবার—আয় রে সবাই ধেয়ে!
সঙ্গে বিদ্যা প্রজ্ঞা জ্ঞান,
উঠিছে মর্ত্ত্যে রুদ্র-তান—
ঋদ্ধির সনে সিদ্ধি-মিলনে
উথলে শক্তি ওই যে বিশ্ব ছেয়ে।
দশ-দিকে শোভে দশ-প্রহরণ,
অশিব নাশিতে হয় ঘোর রণ,—
মায়ের চরণ কর রে শরণ—
জিনিবি মরণ নবীন জীবন পেয়ে।

ইমনমিশ্র—দাদরা

এ প্রাণ

দিন যাচ্ছে যত—হায় গো তত—
পড়্‌চি তোমা হ'তে দূরে।
হারিয়েছি পথ আমি ভবের
গোলক-ধাঁধায় ঘুরে।
আশে পাশে আগে পিছে,
ছুটে আমি বেড়াই মিছে—
এই পথ পাই, এই পথ নাই—
লুকায় কাঁটা-বনে—
শত কাঁটা বিঁধে দেহে—
দেয় যে বেদনে,—
আমি মূক হ'য়ে যাই কিসের ত্রাসে,
মুখ দিয়ে না বাক্য ফুরে।
তোমার বাঁশীর সুর কি ব'লে
ক্রমে দূরে যায় যে চ'লে—
মিলিয়ে কানে বাজে প্রাণে—
মরম গ'লে যায়,—

শুষ্ক নয়ন দিয়ে তখন

তপ্ত ধারা ধায়,

তখন তোমার আশায় ছোটে এ প্রাণ

আমার আমায় ভেঙে চুরে ।

লুম—দাদরা



নিশ্চল

সব খুইয়ে যারে পেলে,
হয় যে সকল পাওয়ার ফল—
তারে পাবার লাগি অনুরাগী
নইকো আমি—
হায় কেন নিশ্চল !
নিত্য চোখে দেখ্‌চি আছে,
সাধের রতন হাতের কাছে,
হাত বাড়াতে নাই শকতি—
কি বিকৃতি—
হাতে নাইকো বল !
সব খোয়ালেম পেতে যে তায়,
নিরাশ হ'লেম মরীচিকায়,
এখন মরুর তৃষ্ণা বুকে নিয়ে—
ঊর্দ্ধে চেয়ে—
মাগ্‌চি মেঘে জল !

পূরবী—দাদরা

সকাল থেকে

সকাল থেকে মেঘের মেলা গগনে।
সকাল থেকে কোলাকুলি, প্রাণে-মনে খোলাখুলি
মেঘে জলে পবনে।
সকাল থেকে আপনহারা, অবশ অলস বৃষ্টিধারা,
ঝর ঝর ঝর পড়্চে ধরায়—কি আনন্দ-লগনে!
সকাল থেকে মেঘের মেলা গগনে।
সকাল থেকে আকাশ-পানে, চেয়ে আছি বিভোর প্রাণে,
কে যেন দিয়েছে খুলে প্রাণের সকল বাঁধনে।
মন গিয়েছে যেন ভিজে, বুঝ্তে ত পারি নে নিজে—
কার আশে পথ-পানে চেয়ে আছি স্বপন-মগনে।
সকাল থেকে মেঘের মেলা গগনে।
কামনা হাত বাড়িয়ে আছে, বুকে নেবে পেয়ে কাছে—
আকাশ-পানে চেয়ে কেঁদে ডাক্চে তারে সঘনে।

মেঘ—ত্রিতালী

সেই দেশে

আমি তিয়াসা লইয়া ভুবনে এসেছি
তিয়াসা লইয়া যাইব।
আমি মরিবার তরে আকুল আবেগে
আলেয়ার পাছে ধাইব।
হেথা সঙ্গীত-মাঝে একি বাজ বাজে,
হাসিতে খেলায় বিজলী—
জীবন হেথায় আঁধার বরণ,
মৃত্যু রয়েছে উজলি,—
হেথা কীটে কাটে ফুল,
ফণী-শিরে মণি মরি কি অতুল,—
জীবন ব্যাপিয়া ফিরিছে মরণ,
এ হ'তে মধুর যেথায় জীবন,
সেই দেশে যাব—
সেথা সে নবীন মধুর জীবন পাইব।
হেথা প্রেমের মাঝারে লুকান' চাতুরী,
মন দেওয়া নহে—মন করা চুরি,
হাসিতে গরল,

অনলে মাখান' নয়নের জল—
যেথা প্রণয়ের হয় শুভ পরিণয়,
সেই দেশে যাব-
হৃদয়ে হৃদয় কায়ায় কায়া মিশাইব

মল্লারমিশ্র—একতালা



অন্তিম সাধ

আমি আপনার ভারে
আপনি যেতেছি নুইয়া।
মরণ ফিরিছে মোর এ জীবন ছুঁইয়া
কি রতন আছে আমার ভিতরে,
কে কাঁদিছে সদা সে রতন তরে,
কার হাতে আহা দিয়ে যাব তাহা
মরণের কোলে শুইয়া!
যদি এক ফোঁটা নয়নের জল
ফেলে কেহ—তবে হবে না বিফল
আমার এ দান, আমার এ প্রাণ
তার হাতে যাব থুইয়া।

আসাবরী—একতালা



সুখ দুখ

সুখ-ভ্রমে যদি দুখ নিয়ে থাকি,
সে দুখ আমার সুখ।
কোন জনমেও দেখাব না আমি
সুখেরে এ মোর মুখ।
আঁধারে রয়েচি—আঁধারে রহিব,
আলোর পরশ আর না সহিব,
আঁধারে রহিয়া মরি যে দহিয়া
বিজলীর মালা গলায় পরেছি—
বজ্রে বেঁধেছি বুক।
ভিতরে বাহিরে যে অনলে জ্বলি,
সে অনল মোরে দিতেছে উজলি,
এ কার ছলনা, কে জান' বল না
পারিল না মোরে ভস্ম করিতে
অনল সর্ব্বভুক্।

পূরিয়া—একতালা

অমিয় সাগর

আমি ভাসিয়া যাইব পিরীতের সেই
অমিয়-সাগরে কুলহীন—সীমাহীন।
আমি চলিয়া যাইব ঢেউয়ে ঢেউয়ে সদা,
সে অজানা দেশে—যেথা নাহি নিশি দিন।
সেথা শত রবি বরষে কিরণ-মালা,
মধুর স্নিগ্ধ—নাহি তাহে তাপ-জ্বালা,
সেথায় কিরণে কমল ফুটেছে—
গন্ধ-বরণ-মধুতে চির-বিলীন।
সেথা শশীর কিরণে ঝ'রে পড়ে শত গান,
প্রাণে প্রাণে মিশে ব'য়ে যায় এক প্রাণ—
চিরদিন তাহে পিরীতের বান
বহিছে উজল তর তর অমলিন!

বেহাগ—দাদরা

হতভাগ্য

সুখ সাধ আশা প্রীতি ভালবাসা
কাল নেছে যার হরিয়া,
চাঁদের অমিয় করে যদি পান,
তাতেও যায় সে মরিয়া!
জ্ঞান হরে তার কুসুম-গন্ধ,
চাঁদের আলোকে হয় সে অন্ধ—
মলয়-বাতাস হরে তার শ্বাস,
পাখী গানে যায় জরিয়া।
কভু সুখ-বায়ু লাগে যদি গায়,
হুহু করি তনু তার জ্বলে যায়,
মধু-শ্বাসহারা কুসুমের পারা—
যায় সে শুকায়ে ঝরিয়া!

বারোঁয়া—একতালা

দাঁড়াও

দাঁড়াও দাঁড়াও একবার তুমি
করি হে তোমায় বন্দন।
ফুল্ল-কুসুমে ভরিয়া উঠেছে
এ মোর চিত্ত-নন্দন।
একি বিচিত্র মহা-আনন্দে,
বিচিত্র তাল লয় ও ছন্দে,
উঠেছে গভীরে হৃদয়-মাঝারে
কি এক মধুর-তান,—
উথলি উঠেছে মরম-তন্ত্রী
কাহার পরশে—সে কোন্ যন্ত্রী—
কত ব্যথা-দুঃখ সঙ্গীত হয়ে
লভেছে নূতন প্রাণ!
পূজা করিবারে তোমার চরণ,
আগুয়ান আজি জীবন-মরণ—
শত আশা-সনে বাসনা-কামনা
করিছে আকুল ক্রন্দন।
দাঁড়াও দাঁড়াও একবার তুমি
করি হে তোমায় বন্দন।

ইমন—একতালা

ব্যথিত

সুখ নিতে আমি শিখিনি হে সখা—
দুখ নিতে শুধু শিখেছি।
এ মোর কপালে দুখের লিখন
নিজ হাতে আমি লিখেছি।
দুখ-মাঝে যেই সুখের বসতি,
সেই সুখ মোর সুখময় অতি,
একটি বিন্দু নয়নের জলে
মরুতাপ নাশে দেখেছি।
ব্যথিতের প্রাণে হাত বুলাইতে,
তার প্রাণে এই প্রাণ মিলাইতে,
কত সুখ জানি—ব্যথিত যে আমি—
ব্যথা নিয়ে ব্যথা ঢেকেছি

পূরবী—দাদরা



ভিতর-বাহির

আমার ভিতর বাহির সমান ক'রে
দাও হে সখা দাও।
মনের-প্রাণের যেথায় যত
অন্তরাল ঘুচাও।
হয়ে যাই বালকের মত,
হয়ে যাই আলোকের মত,
কেবল হাসি—কেবল হর্ষ—
স্পর্শ মধুময়—
অন্তর সুরভিভরা,
বিকাশ তাহার পাগল-করা,
বিশ্ব-পরে থরে থরে
যেন লহর বয়।—
যেথায় যত আঁধার আছে
মুছাও হে মুছাও।

মল্লারমিশ্র—ঝাঁপতাল

কেন

আমার এই জীর্ণ দেউলে, কি মায়ায় ভুলে
হায় হে বার মাস—
আমি বুঝ্‌তে নারি কেন হরি
কর্‌চ তুমি বাস!

দুয়ারে এর নাইকো কবাট,
এ হ'তে হায় ভাল যে মাঠ—
জন্মেছে এর গায়ে কত
আগাছা আর ঘাস।

এই-পড়ে ভয় প্রতি-পলে,
ঝঞ্ঝা-ঝড়ে সদাই টলে—
দিনে দিনে পড়্‌চে ভেঙে,
হচ্ছে ক্রমে নাশ।

বাঘ-ভালুকের হ'ল বাসা,
ঢুক্‌লে—প্রাণের রয় না আশা,
সদাই সাপের ফোঁস-ফোঁসানি—
বিষে-মাখা শ্বাস!

দেখেও এ সব দেখ না ত,
কোন তাতেই নাহি তাত,'
মগ্ন আছ আপন ভাবে—
সবেতে উদাস।

নিই না তোমার কোন খোঁজ,
শুকিয়ে থাক তুমি রোজ,
তবুও কেন যাও না চ'লে—
কেমন মায়া-পাশ ?

তোমার এত মায়া কিসে,
ভাব্‌তে আমি হারাই দিশে,
তুমি ত নিশ্চিন্ত আছ—
আমার লাগে ত্রাস।

টোড়ীমিশ্র—লোফা



ও মন

বাহির-পানেই চেয়ে আছিস্
চা রে ও মন ভিতর-পানে।
যদি চাওয়ার মতন চাইতে পারিস্
পড়্‌বি তবে চাওয়ার টানে

ভিতরে ব'সে আছে যে জন,
সেই-ই যে তোর শুধু স্বজন,
আর যে আছে লুকিয়ে ছ'জন—
তারা বৈরী সবাই জানে।

কেন আছিস্ অন্য-মনে,
মনকে মিলা সঙ্গোপনে,
পাবি রে তুই পরম-ধনে—
যে-ধন প্রাণে শান্তি আনে।

ভৈরবী—দাদরা

বঙ্গ

প্রণতি পদে তব মাতর্বঙ্গ।
বিচিত্র শস্য শ্যামল-অঙ্গ।
তরুকুল-কিশলয়-শষ্প-বিলসিত,
বিবিধ কুসুম-কম-কান্তি-বিহসিত,
পিককুল-গুঞ্জন-নিকুঞ্জ-রঞ্জন,
স্নিগ্ধ-অনিল-সুখ-সুরভি-তরঙ্গ।
নীলিম-অঞ্চল-তারক-খচিত,
বিচিত্র পয়োদ মুকুট-বিরচিত,
পবিত্র-গঙ্গা-অমিয়-সুশীতল—
সহ শত তটিনী উচ্ছল-ভঙ্গ।
ধূলিকণা তব সুবর্ণ-রেণু,
অমিয়ধার তব বিতরে ধেনু,
পুণ্যফলে তব উরসি জন্ম মম—
দিও জননি চরমে উৎসঙ্গ।

টোড়ীভৈরবী—ত্রিতালী

তোর গুরুর দেখা নাই-বা পেলি—
ভাবিস্ কেন মন !
সে বিনা বল্ কে আর গুরু—
গুরু সে এক জন।
পাহাড় হ'তে বেরিয়ে নদী
আপনি চ'লে যায়—
তার বাঞ্ছিতকে মিলিয়ে দিতে
কে তায় পথ দেখায়,—
সে আপনি চলে প্রাণের টানে,
পায় সে প্রাণের ধন।
তুই কমল যদি হ'তে পারিস্,
দেখ্‌বি নয়নে—
লক্ষ যোজন দূরে থেকে
হের্‌বে তপনে—
তোরে ফুটিয়ে দেবে চুমো দিয়ে
মিট্‌বে আকিঞ্চন।

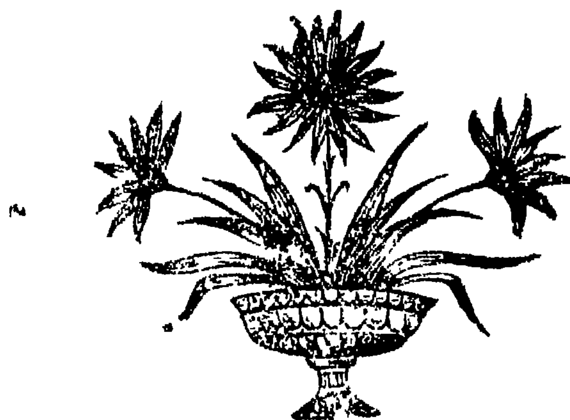
বাউলের সুর—লোফা

রাখাল-রাজা

রাখাল-রাজার প্রজা আমি—
কানন আমার ঘর।
নাইকো সেথায় আমার আমার,
নাইকো সেথায় পর।
বনে বনে ঘুরে বেড়াই
প্রাণের গান গেয়ে,
নদীর জলে তৃষ্ণা মিটাই
ক্ষুধায় ফল খেয়ে—
তরুর ছায়ায় ঘুমিয়ে থাকি,
জাগায় পাখীর স্বর।
রাখাল-রাজার বাজ্‌লে বাঁশী
যাই সেথায় ছুটে,
তার পরশে যায় যে এ প্রাণ
ফুল সম ফুটে—
নাচি গাই আর খেলি যে তার
ধ'রে দুটি কর।

রাখাল-রাজা হাস্‌লে পর
ভুবন ওঠে হেসে,
শুধুই আমোদ—নাই কান্না
রাখাল রাজার দেশে—
সে প্রেমের দেশ লুকিয়ে আছে
এই দেশের ভিতর।

বিভাস—লোফ



এমন দিন

এমন দিন কি হবে আমার
এমন দিন কি হবে ?
যেদিন, তোমার নামে নয়ন দিয়ে
পুলক-ধারা ব'বে !
তোমার নামে কোটি শ্রবণ
ফুট্‌বে আমার দেহে,
আমার এ প্রাণ গল্‌বে তোমার
নামের মধুর স্নেহে—
আমার সকল পরাণ নাচ্‌বে তোমার
নামের মহোৎসবে !
এমন দিন কি হবে আমার
এমন দিন কি হবে ?
তোমার নামে ভর্‌বে ভুবন
গাইবে পাখী শাখী,
তোমার নামের প্রেমে সদাই
হবে মাখামাখি—

নামের রসে এই রসনা
পাগল হবে কবে ?
এমন দিন কি হবে আমার
এমন দিন কি হবে

দেশ—লোফা



আনন্দ

বিশ্বে বিশ্বে উথলি উঠেছে
তোমার প্রীতির ধারা।
বিশ্বে বিশ্বে ছড়ায়ে পড়িছে
তোমার গীতির ধারা।
বিশ্বে বিশ্বে মঙ্গল-গান,
করে বিতরণ শুভ অবদান,
বিশ্বে বিশ্বে সৃজিছে নিত্য
নব রবি-শশী-তারা।
বিশ্বে বিশ্বে নবীন ছন্দ,
নব রূপ-রস নবীন গন্ধ,
নবীন আলোকে ফুটিছে ছুটিছে
লুটিছে পাগল পারা।
জীবন-জ্যোতিতে নাহি যায় দেখা
মরণের সেই ক্ষীণ তমোরেখা,
জ্যোতিতেই স্নান—জ্যোতি করে পান
এ ব্রহ্মাণ্ড সারা।

বাগেশ্রী—চৌতাল

জন্মভূমি

ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী—
মহা-পবিত্র পুণ্য-তীর্থ অবনীর ঐ বারাণসী।

উত্তরে যার গলিত-কনক-কান্তি-দ্যুতি প্রখরোজ্জ্বল
ধবল-তুষার-বিভূতি-ভূষিত সুবিরাট-বপু সেই হিমাচল,
সৃষ্টির আদি-প্রভাত হইতে যোগমগ্ন সমাহিত-চিতে—
তুঙ্গ শৃঙ্গ-জটাজুটরাজি স্বর্গ রয়েছে পরশি।
ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

দক্ষিণে যার ফেনিলোচ্ছল শোভিতেছে মহা-সিন্ধু,
জন্ম লভিল মন্থনে যার জননী কমলা-ইন্দু,
গর্জ্জি সতত ভৈরব রবে, নৃত্য করিয়া মহাতাণ্ডবে
চুম্বে ভারত-চরণাম্বুজ পাদ্য-অর্ঘ্য বরষি।
ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী!

পশ্চিমে যার সে পঞ্চনদ সেকন্দরের রোধিল গতি,
আর্য্য-গরিমা-হানি-বিপক্ষে বিরাট শক্তি মূর্ত্তিমতী,
পূর্ব্বে যাহার শৈলের মালা, তরুণ-অরুণ-রক্তিমা-ঢালা।
ঊর্দ্ধে অযুত-মণি-রঞ্জিত নীল-নভে রবি ও শশী।
ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

গঙ্গা-যমুনা-কৃষ্ণা-কাবেরী-গোদাবরী আর সরস্বতী,
ধরণী-বক্ষে পীযূষ-প্রবাহ বহিছে পুণ্য-মধুর অতি,
কানন-কুঞ্জে বিটপী-শাখে, দোয়েল-কোয়েল-পাপিয়া ডাকে,
কমল-কুমুদ-কহ্লার-শোভাময়ী সুন্দরী সরসী।
ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

অবনী ভিতরে আছিল স্বর্গ এই দেশ চির-উৎসবময়,
করিল আর্য্য-শৌর্য্য-বীর্য্যে একদিন যেই ভুবন জয়,
অর্জ্জুন যেথা ছিল যুযুধান, প্রতিজ্ঞায় সে ভীষ্ম ধীমান,
লক্ষ্মণ ভ্রাতা আর ছিল সতী সীতা সাবিত্রী রূপসী।
ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

পূর্ণাবতার যেথা শ্রীকৃষ্ণ ছিল রাজনীতি-বিশারদ,
দানে সে কর্ণ—ভক্তির বীরছিল দেবর্ষি সে নারদ,
সে যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক-রাজ, ভক্ত বিদুর দীনতার লাজ,
ছিল দেব-কবি ব্যাস বাল্মীকী সাথে কল্পনা তাপসী।
ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

যজ্ঞ হোমের ধূম-কুণ্ডলে মিলিত হইয়া বেদের গান,
লোক হ'তে লোকে উঠিয়া করিল দেব-মণ্ডলে কি প্রীতি দান,

দেবতা-আশিস্ কুসুম হইয়া, এ মর্ত্ত্যলোকে পড়িল ঝরিয়া,
ঋদ্ধি সিদ্ধি শান্তি সখ্য তা হ'তে উঠিল বিকশি।
ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

ভূভার হরিতে যুগে যুগে সেথা অবতার হন শ্রীভগবান,
যেখানে উদিয়া গৌরচন্দ্র বিতরিল প্রেম সবে সমান,
জীবে অহিংসা পরম ধর্ম্ম প্রচারি বুদ্ধ দানিল শর্ম্ম—
ষড়্-দর্শন বেদ আর গীতা শিখাইল তত্ত্বমসি।
ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

নৃপতি যেখানে শ্রীরামচন্দ্র সন্তান সম পালিল প্রজা,
রাখিল ভুবনে নিজ-গৌরবে কীর্ত্তির চির-অতুল-ধ্বজা,
করুণা করিয়া যেথা নারায়ণ, আসিয়া মানবে দিলা দরশন,
শক্তির দেখা পাইল মানব গড়িয়া প্রতিমা মানসী!
ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

যেখানে মানব আঁখির নিমেষে গেল ত্রিভুবন যোগের বলে,
এই দেহে নর পুষ্পক-রথে যাইল স্বর্গে পুণ্য-ফলে,
যেথা ক্ষত্রিয় তপে দিয়া মন, তপঃ প্রভাবে হ'ল ব্রাহ্মণ,
প্রথম-প্রভাতে হাসিল সে দেশ—কেবা তার সম-বয়সী!
ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

ছিল একদিন মণি-মাণিক্য-রত্ন-খচিত জননী-অঙ্গ,
ছিল যার শত-ইন্দ্র হইতে সম্পদরাশি সুখ-তরঙ্গ,
এখন মাতার বিধবার বেশ, জীর্ণ বসন কি রুক্ষ কেশ,
শীর্ণ সে দেহ দীর্ণ হৃদয়—দিবসে যামিনী তামসী।
ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

যেথা বরে নর অমর হইয়া মৃত্যু-হস্তে পাইল ত্রাণ,
মন্ত্র-জীবিত বারি-সিঞ্চনে মৃতদেহে যেথা পাইল প্রাণ,
সে দেশে জন্ম এই পরিচয়, দিতে এই প্রাণে কি সরম হয়,
এ হীন-জীবনে সে হেতু মৃত্যু করে উপেক্ষা ভূয়সী।
ঐ যে আমার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

ইমনমিশ্র—বীরত্রী



ঘরের রতন

ও মন তুই আপন দোষে রত্নকোষে
দেখ্‌তে নার্‌লি ভ্রমের ভরে।
তোর এমন সাধের অট্টালিকায়
ব'সে আছিস্‌ আঁধার-ঘরে।
যে ঘরে তোর রত্ন আছে
সেথায় নিশি-দিবা,
জ্বল্‌ছে মণি-মাণিক্য-দীপ—
মধুর আলো কিবা!
সেথা ধূপ ধূনা আর দীপের গন্ধে
মনকে কেমন পাগল করে।
কোথায় যে তোর সে ঘর আছে
দেখ্‌লি নে তো খুঁজে,
তুই কাটিয়ে দিলি সাধের জীবন
হায়, ছুটি চোখ বুজে—
তোর ঘরের রতন দেখ্‌লি নে তুই
কি দেখাবে তোরে পরে?

ললিত-বিভাস—লোফা

প্রার্থনা

তোমার প্রীতি-পীযূষ-প্রবাহ
এ হিয়া-মরুতে
বহে যেন সদা বহে গো !

তোমার মধুর অমিয়-নাম
এ বদন মোর
কহে যেন সদা কহে গো !

মম পুষ্পিত মন-উপবনে পশি
কাম-ক্রোধ-আদি অরি,
যদি ছিন্ন-ভিন্ন করে ফুল-দলে
মধু-সৌরভ হরি,—
তোমার কুটিল ভ্রূকুটি-অনল
দহে যেন সদা দহে গো !

মম সব ইন্দ্রিয় হয় নিষ্ক্রিয়
যেন পাপ-প্রলোভনে—

মম সব আগ্রহ—সব ব্যাকুলতা
ধায় তব শ্রীচরণে—
তোমার শ্রীপদ-রেণুতে ধূসর
এই দেহ মোর
রহে যেন সদা রহে গো!

মিশ্রমল্লার—ভরতঙ্গা



জননী

চির-স্নেহময়ী জননী গো—
আছ কি অধমে ভুলে !
আমি হতাশ-নয়নে হেরি মা আঁধার
দাঁড়ায়ে এ ভব-কুলে !
সুখ-সম্পদে চির-নিরুপমা
প্রকৃতির এই মধুর সুষমা—
তুমিই দেখালে—তোমারি কৃপায়
দেখিনু নয়ন খুলে।
চ'লে গেলে তুমি কোন্ পর-পারে,
কারে দিয়ে গেলে এই অভাগারে,
বিপুল বিশ্বে কেহ নাহি মোর—
কে রাখিবে এ আকুলে !
ক্ষীণ হ'য়ে আসে জীবনের শ্বাস,
হতাশ—হতাশ সকলি হতাশ,
যেখানেই থাক এসো একবার—
নাও মাগো কোলে তুলে।

দেখ মা—রাখ মা ভীত সন্তানে,
আশ্বাস' মোরে মা অভয় দানে
শুনেছি রহে না শমনের ভয়,
মাতা সন্তানে ছুঁলে।

পুরিয়া—একতালা



অধম

করুণা-নিধান অধমের প্রতি
করুণ-নেত্রে চাও হে !
দিন দিন আমি পাপের পঙ্কে
ডুবিয়া যাই—বাঁচাও হে ।
শুনেছি হে আমি—পাতকীর প্রতি
বেশী তব ভালবাসা—
আমা-সম আর কে আছে পাতকী,
তাই জাগে প্রাণে আশা,—
তুমি নিঙড়িয়া মোর কলুষিত মন,
ভারে লঘু করি দাও হে ।
যা আছে আমার ভাল বা মন্দ
দিতেছি তোমার পদে—
জ্বলিয়া পুড়িয়া যায় মোর প্রাণ,
রাখ মোরে এ বিপদে,—
করুণার-কর বুলায়ে আমার
মরম-তাপ ঘুচাও হে ।

সোহিনী—একতালা

জীবন-সখা

ওহে জীবনের সখা, দাও মোরে দেখা
আমি আঁধার নিরখি ভব।
নিয়ে যাও মোরে তোমার আলোকে
চির-করুণায় তব!

(আমি আঁধারে পথ দেখ্‌তে নারি
(তাই, ডাকি তোমায় বিপদ-বারি
(তোমা বিনা কেহ নাই আমারি
আমি চাহি না বিভব
চাহি না স্বর্গ-সুখ—
আমি হেরিব হে শুধু তোমার আলোকে
তোমার মধুর মুখ,—
(আমার আর কোন সাধ নাইকো মনে
(আমি সঁপেছি সাধ ঐ চরণে)
(শুধু হের্‌বো তোমার চন্দ্রাননে)
(শুধু দেখ্‌বে তুমি—দেখ্‌বো আমি
রহি দু'জন নিরজনে)

তুমি সুখ দাও যদি—দুখ দাও যদি
সব হাসি-মুখে লব।

আমি হেরিব তোমার মোহন বদনখানি,
আমি শুনিব তোমার অমিয়-মধুর বাণী—
(বাণী শুনে উথ্‌লাবে প্রাণ)
(ডাক্‌বে প্রাণে পিরীতি-বান)
(তাতে, প্রাণের ধারা বইবে উজান)
আমি প্রেমে মাতুয়ারা হব।

আমি এই ধরণীর আর কিছু নাহি চাই,
হব রাজার রাজা তোমা-ধনে যদি পাই—
(সখা, তোমার কাছে আর কি আছে)
(বিশ্ব প'ড়ে থাক্‌ গে পাছে)
(চাইব না তায় ফিরেও ত আর)
তুমিই সখা হে সারাৎসার)
মোর তুমি এক-বান্ধব।

সখা তোমা পানে চেয়ে মুদি যেন দুনয়ন,
ওহে জীবন-শরণ, জীবন-মরণ-হরণ—
(সেই, শেষের দিনে দেখা দিয়ে)
(আমার মন প্রাণ সব কেড়ে নিয়ে

অন্তিমে তুমি দিও হে শ্রীচরণ—

(অধম পাতকী বলে—যদি তুমি

না নাও কোলে)

এ দীনহীন কাঙাল ব'লে)

অন্তিমে তুমি দিও হে শ্রীচরণ

তা'তে রবে তব গৌরব।

বিভাস-মিশ্রিত কীর্ত্তন—তাল ফের্‌তা



অধম-তারণ

হে দীন-শরণ, অধম-তারণ—
আর দুখ নারি সহিতে।
জনম-জনম গেল বহি মোর
শুধু দুখানলে দহিতে।

(আমার এ দেহ-দুখের আলয়)
(কত দুখ আর সব দয়াময়)
আমি ধন্য বলিয়া আমারে হে মানি,
সহেছি যে এত দুখ—
তোমার কৃপায় দুখের আঘাতে
ভাঙে নি হে এই বুক—
তবু পারি নি তোমারে কহিতে।
(প্রাণ মন খুলে) (তুমি, সবই জান বলে)
আমি পিয়াসী হইয়া চাতকের প্রায়—
চেয়ে আছি নবঘনে,
সলিল-বিন্দু-তরে এই প্রাণ
কাঁদে সর্ব্বক্ষণে,—

(একটি বিন্দু মিল্‌বে নাকি)
(আমি ক্ষুদ্র চাতক পাখী)
(তোমার প্রেমসিন্ধু হ'তে একটি বিন্দু
মিল্‌বে নাকি)
মোর কেহ নাহি আর, এ পাপীর ভার
হবে হে তোমারে বহিতে।

আমি বড় পাপী ব'লে লাজে আর ভয়ে
আছি কুণ্ঠিত মনে—
অন্তরযামী জান' তুমি সব
কি আছে মনের কোণে,—
(অজানা কি আছে তোমার
(তোমারে কি জানাব আর
(তুমি সবই জান মনের কথা)
(কতই মনে পাই হে ব্যথা)
ওহে দয়াধার তোমা বিনা আর
কে আছে আমার মহীতে

আমার আপন হয়েছিল যারা
দেখি তারা সব পর

খেতে শুতে নিতে তারা যে আপন
কেড়ে নিল মোর ঘর,–
(আর ত কিছু নাই হে আমার)
গাছের তলা করেছি সার)
' দুঃখ নাই হে আমার তাতে)
(তুমি, কৃপা কর এ অনাথে)
আমার ভেঙে গেছে বাসা,(তবু) কিসের নিরাশা
তুমি হে আমার রহিতে।

.বেহাগ-মিশ্রিত কীর্ত্তন—তাল ফের্‌তা



ননীর গোপাল

ওহে নন্দ-দুলাল, ননীর গোপাল
হ'য়ে একবার
এস হে আমার কোলে।
তোমার, হাতে নাড়ু দিয়ে—মুখে চুমো খেয়ে
সোহাগ করিব
হৃদয়ের নিধি ব'লে।
তব স্নেহরসে গলিবে আমার
শুষ্ক হৃদয়খানি—
আমি বিভোর হইয়া শুনিব তোমার
আধ-আধ মধু-বাণী,—
তোমার পরশে শত-জনমের
হৃদয়ের তাপ
নিমেষে যাবে হে চ'লে।
নাচিবে হে তুমি তাই তাই তাই
দিয়ে ভাই করতালি—
তোমার সঙ্গে নাচিব গাইব
হেরিব তোমারে খালি,

একবার তোরে বাহুতে বাঁধিতে
পারিলে আমার
সকল বাঁধন খোলে।
আহা মরি কিবা রুণু রুণু রুণু
নূপুর বাজিবে পায়—
শতদল সম ফুটিবে হরষ
তোমার ননীর কায়,—
তোমার ও চাঁদ মুখের হাসিতে
মাখা কি অমিয়—
যে দেখে—মরণ ভোলে।

মিশ্র—দাদ্‌রা



সে

আমার মন মজেছে যার পিরীতে
লুকিয়ে আছে সে কোথায় ?
দেখ্‌ছি যে তার কতই রূপ—কতই হাসি,
শুধু দেখ্‌তে পাইনে তায়।
কুসুম তারে দেখ্‌তে পেয়ে
হর্ষে ফুটে হাসে,
নদী দেখে কুল্‌-কুলিয়ে
ধেয়ে যায় উল্লাসে,—
পাখী দেখে মধুর গানে,
আনন্দে ধায় দূর-বিমানে,
তারা দেখে অনিমেষে
ভাব-কিরণে শুধুই চাই।
বাতাস তারে দেখ্‌তে পেলে
ছুটে পাগলপারা,
তারই পায়ের সুবাস মেখে—
ঘোরে জগৎ-সারা—

নগ-নদী-পাখী-লতা,
সবাই কয় তার সনে কথা,
বোবা-কালা-কাণার মতন
আমারি দিন কেঁদে যায়।

বাউলের সুর—লোফা।



ভাব সাগর

আমি ভাব-সাগরে ডুবে মরি—
তুলিস্ নে কেউ ভাই।
ভাবের অভাব শুধু আমার,
আর তো অভাব নাই।
ভাব-সাগরে ডুবে ম'লে
মরণ আমার যাবে চ'লে—
যে আছে সেই অতল-তলে
(আমি) তার কোলে ঘুমাই।
সেখান-থেকে নূপুর-ধ্বনি
ডাক্‌চে আমায় দিন-রজনী,
কার টানে আর থাক্‌বো হেথায়—
(আমি) এই বেলা পালাই

বাউলের সুর—লোফা



নয়

যে কথা আমি শিখেছি হেথায়—
সে কথা ত তার কথা নয়!
যে গাথা আমি গাই গো হেথায়
সে গাথা ত তার গাথা নয়।
যে ব্যথায় আমি হয়েছি কাতর,
ব্যথায় করেছি আপনারে পর,
দিবানিশি মোর কাঁদে অন্তর—
সে ব্যথা ত তার ব্যথা নয়!
যেমন করিয়া আমি ভালবাসি,
যেমন করিয়া আমি কাঁদি হাসি,
যে প্রথায় আমি ঘুরে ফিরে আসি,
সে প্রথা ত তার প্রথা নয়।
ও ওই ব'লে ধরি আমি যারে,
ঠিক ও তা হ'লে—ছাড়াতে কি পারে,
ঠ'কে ঠ'কে আমি বুঝেছি এবারে—
ও-ই বটে তবু ও তা নয়!

বাউলের স্থর—দাদ্‌রা

রসিক

রূপ-সাগরে ডুব্‌তে যে পারে—
ভাবের লহর লাগে তার-ই গায়।
সেই ভাবে ভাব উথ্‌লে ওঠে—
ভাব-যমুনা প্রাণে উজান ধায়!
নয়ন মুদে হেরে সে জন
নবীন এক ভুবন—
দেখে সেই ভুবনে হাসে
নবীন বৃন্দাবন,—
সেথা নিত্যি বাজে নবীন বাঁশী,
ভুলিয়ে রাখে সে মন-গোপিকায়।
সে রসের স্বাদ একটি বার পেলে,
সেই রসেতে কোটি রস মেলে,
রসের রসিক বিলায় সে রস—
যে পায় সে রস—সেই আবার বিলায়।

রামকেলী—লোফা

সবার সে

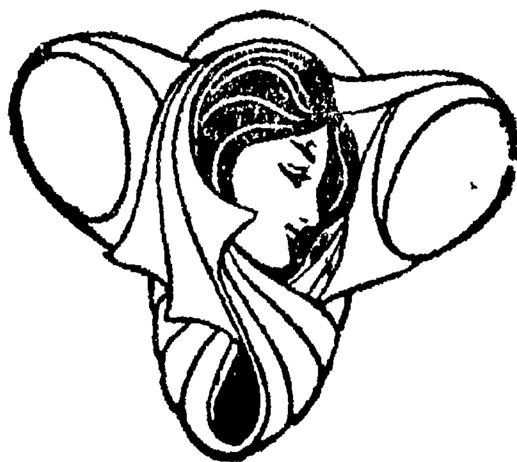
মনের মানুষ ধরতে পারে যে—
সে থাকে এক-রকম সেজে
সে ফিরেও চেয়ে দেখে না তো
ছুনিয়া গেলে ম'জে হেজে

সে যে মৌন হয়ে রয়,
ছুনিয়ার ভাব-গতিক দেখে
হেসে আকুল হয়—
তার বিচার-আচার নাইকো কিছু,
নেয় না কিছুই ঘ'সে মেজে।

সে যে জল হ'তে সরল,
কঠিন শিলায় এক নজরে
ক'রে দেয় তরল—
সে যে ছাই-চাপা আগুনের মত
আপনি থাকে আপন তেজে

সে চায় না তো কিছু,
তার কাছে সব চেয়ে চেয়ে
ঘোরে তার পিছু—
তার নাইকো আপন—নাইকো রে পর—
তার কেহ নয়—সবার সে যে।

ললিতমিশ্র—লোফা



পল্লী—লক্ষ্মী

শুভদে পল্লিরাণি—
কাম্য-কমল-পাণি !
বদনে তরুণ অরুণ-হাসি,
বিশ্ব-হৃদয়-তমোবিনাশী—
অধরে ঝরিছে পীযূষরাশি
মঙ্গলময়ী বাণী !
ধান্য-পীত-বরণা অয়ি মা,
তোমার রূপের কেবা দিবে সীমা,
এত রূপে নাহি রূপের গরিমা—
ফুল্ল নলিনী-খানি !
তুমিই কানন-কুসুম-গন্ধ,
তুমিই অনিল-মলয়-ছন্দ,
তুমিই পল্লি-গৃহ-আনন্দ—
ভগবতী কল্যাণী !
উজলি রয়েছ সোণার বঙ্গ,
তোমার করুণা-সুধা-তরঙ্গ
ভাসায়ে চলেছে অবনী-অঙ্গ—
জননী তুমি ভবানী !

প্রাণপণ তব বিশ্বের হিতে,
আর্ত্ত-তৃষিতে শান্তি দানিতে—
না চাহিতে তুমি এই অবনীতে
স্বর্গ দিয়েছ আনি।

শ্রী - একতাল।



বেণু

মনোকুঞ্জবনে আজি কি বেণু বাজে—
নিমেষে হাসিল কুঞ্জ কি ফুল-সাজে !
নীড় ছেড়ে পাখী ধায়
কোন্ নব দেশ-পানে—
ভরিল দিগন্ত, তার
আজি কি নূতন গানে—
কোথা কে ডেকেছে তারে কিসের কাজে।
হরষ-বরষা এসে
ভাসা'ল প্রাণের কুল—
একটি নিমেষে আজি
ভাঙিল জনম-ভুল—
এত আলো কোথা ছিল আঁধার-মাঝে !
তাপ হ'ল স্নিগ্ধ ছায়া,
ছায়ায় মধুর আলো—
আলো হ'ল শশী সুধা,
সুধায় সুধার ভালো—
মরণ মরিল আজি জীবন-লাজে।

খাম্বাজমিশ্র—দাদরা

শিশু

কোথাকার ধন তুই—ছিলি কোন্ দেশে-
আঁধার এ ঘর মম হাসালি নিমেষে।
গগন-চাঁদেরে ধ'রে
আনিলি কি সাথে ক'রে—
এ আঁধার হৃদি ওরে
হাসালি এসে।
ধরিস্ ও বাহু দিয়া
গলা মোর জড়াইয়া,
পুলকে নাচে এ হিয়া—
ফুল-হার বেসে।
যবে তোরে ধরি বুকে,
চুমো খাই তোর মুখে,
কি এক নূতন সুখে
প্রাণ যায় ভেসে।
তোরে পেয়ে এই ধরা
হ'ল স্বর্গ-সুখ-ভরা—
এলি রে পাগল-করা
মোহিনীর বেশে।

ধরারে কেমন ক'রে
বাসিব মধুর ওরে,
শেখালি তা তুই মোরে
কত হেসে হেসে।
কোথাকার ফুলরাণী,
মুখে ফোট-ফোট বাণী—
কি শুভ বারতা খানি
বলিবি রে শেষে।
এত খানি কৃপা ক'রে
যে আমায় দিল তোরে,
থাকি তার পায়ে প'ড়ে—
ব'লে দে না কে সে।

দেশ মল্লার—দাদরা



শেষ আশা

যে গান গাহিলে আসিত সে ছুটে
সে গান গিয়েছি ভুলে।
সেই ফুল আর ফোটে না হেথায়
পূজেছি তারে যে ফুলে।
যে ঘরে আসন-খানি পাতা ছিল
বসিবার তরে তার—
সে ঘরে জ্বলে না সন্ধ্যার দ্বীপ—
সে ঘর আজি আঁধার,—
সে ঘরের ছিল যতেক বাঁধন.
গিয়াছে এলায়ে খুলে।
যেই পথ দিয়া আসিত সে হেথা—
সে পথ গিয়াছে মুছে,
বাজে না ত বেণু—গিয়াছে তাহার
আসিবার আশা ঘুচে,—
তবু আশা নিয়ে আমার শেষের
শয়ন রচেছি ধূলে।

বেহাগ—দাদ্‌রা

জগজ্জননী

মধ্যাহ্ন-তপন-তেজ আমি নাহি চাহি তব—
তরুণ-অরুণ-আলো চাহি।
মদির আলোকে সেই এ প্রাণ করাই স্নাত
পূর্ণ জ্যোতিতে অবগাহি।
বিশ্ব বিদারী তব কঠোর কুলিশ-স্বন
না শুনিব আমি এ শ্রবণে,
কালিন্দীর কূলে সেই মধুর মুরলী-রব
শুনি যেন আমি প্রতিক্ষণে।
উদ্বেল-গর্জ্জিত সিন্ধু তরঙ্গে তব
সে করাল ক্রোধ না হেরিব।
চন্দ্রানন-মুখারত অমিয়-বচনে তব
সব দুখ-তাপ পাসরিব।
ভীষণ অনলোগারী আগ্নেয় অচলের
বিভীষিকাময়ী সে মূরতি
না চাহি হেরিতে আমি—জগজ্জননী হ'য়ে
স্তন্য দাও—সুতের মিনতি।

কানাড়ামিশ্র—ত্রিতালী

পরীক্ষা

এত প্রলোভনে ফেলিয়া দুর্ব্বলে—
প্রভু, এ কেমন তব পরীক্ষা ?
আমি যোড়-করে যাচি সকাতরে—
দেহ মঙ্গল-মন্ত্র-দীক্ষা।
ক্ষুধা পেলে দেখি কি সুন্দর ফল
তরু আলো ক'রে দোলে অবিরল,
ছিঁড়ে যবে খাই, বিষ স্বাদ পাই—
প্রাণ হরি দাও কি তব শিক্ষা।
ব্যাকুল হইলে আমি পিপাসায়,
দেখি সুশীতল নীর-ধারা ধায়,
পিতে গিয়ে দেখি, মরীচিকা—এ কি !
পলায় না করি কোন প্রতীক্ষা।
সমুখে-পিছনে হেরি চারিধারে,
প্রলোভন মোরে ডাকে বারে বারে,
সে মোহ-পল্বলে ডুবিয়া—গরলে
পিয়ে মরি—করি প্রাণেরে ভিক্ষা।

পদে পদে আছি অপরাধী আমি,
কর মোহ-নাশ হে জগত-স্বামী,
হৃদয় আমার করে হাহাকার—,
বাঁচাও আমারে করি তিতিক্ষা।

বামকেলী—একতালা।



রাজ-রাজেশ্বরী

রাজ-রাজেশ্বরী মা আমার
বিরাজ' বিশ্ব-মন্দিরে।
দশ-দিকে দশ-কর প্রকাশিয়া
রক্ষা করিছ শান্তিরে।

তোমার জ্যোতিতে হয়ে উজ্জ্বল
হাসে রবি শশী তারকার দল—
নবঘন-দাম শোভে অনুপাম
পেয়ে তব কেশ-কান্তিরে।

পেয়ে তব রূপ বাস আর হাসি
শোভিছে কেমন কুসুমের রাশি—
পরশ তোমার মলয় সমীর
আলিঙ্গিয়া সুগন্ধিরে।

কুসুমের শ্বাস—মাগো তব শ্বাস,
কটাক্ষ-প্রভা বিজলী-বিলাস—
করুণা তোমার প্রবাহিনী-ধারা,
দিয়াছ প্রেম কালিন্দীরে।

নীলিমাংসে তব নয়নাঞ্জন,
দেহ-লাবণ্য চন্দ্র-কিরণ,
তরুণ অরুণ অধরের রাগ—
দিয়াছ গতি সে হংসীরে।
ইন্দ্র-ধনু সে কিরীট মস্তে,
জগজ্জননী দেবী নমস্তে,
তোমার চরণ আমার শরণ—
মুক্ত কর এ বন্দীরে।

পূরবীমিশ্র—একতালা।

ছেলে

ওমা কোন্ ছেলে তোর আমার মতন দুষ্ট ?
তুমি হেসে করেছ আদর—হয়েছি আমি রুষ্ট।
চিরদিন মতি অতি চঞ্চল,
সুধা ভাবি আমি পিয়েছি গরল—
এখন বিষম তৃষায় করি জল-জল,
অন্তরে ঘিরেছে কুষ্ঠ !
মনের নন্দন—আজ মরু হায়—
শুধু হাহাকারে তপ্ত বায়ু ধায়,
আর এ দেহের ভার নাহি বহা যায়—
পাপে সে যে পরিপুষ্ট।
দংশিতেছে মোরে শত আশীবিষ,
জ্বলি এ জ্বালায় হায় অহর্নিশ—
যায় জ্বালা যদি কোলে তুলে নিস্
(হ'য়ে) অধমের প্রতি তুষ্ট।

পিলু মিশ্র—দাদ্‌রা

মা আমার

তুমি মা আমার নিকটে রহিতে
কেন এত দুখে দহি মা !
স্তত দুখ-তাপ দহে দিবানিশি
যত দুখ-তাপ সহি মা !
তুমি মা রহিতে আমার আপন,
নিতি কেঁদে করি জীবন যাপন,
ভেঙে গেল মোর সোণার স্বপন—
কারে মোর ব্যথা কহি মা !
শৈশবের সুখ—যৌবনের আশা,
প্রেম প্রীতি সাধ স্নেহ ভালবাসা—
কিছু নাহি প্রাণে আর রতি-মাসা,
আর—এ আমি সে আমি নহি মা !
অলস এ প্রাণ—মন হ'ল ক্ষীণ,
হতাশ উদাস ক্রমে শক্তিহীন
সংসারের বোঝা বাড়ে দিন দিন,
কি আবর্জ্জনা বহি মা !

সংসারের সুখ হয়েছে মা জ্বালা,
নয়নে আঁধার—নাহি আর আলা,
মুখে নাহি স্বাদ—কাণে লাগে তালা,
সদা দংশিছে অহি মা!
মা মা ব'লে মা ত ডাকিনি কখন,
ডাকিলে এ মন হ'ত কি এমন—
পেতাম আনন্দ-শান্তি-সুখ-ধন—
জানিলে তোমার মহিমা।

মিশ্রামল্লার—একতালা



শমন

কি ভয় দেখাও আমায় শমন
অমন ক'রে হুম্‌কি দিয়ে।
হেথায় তোমার নাইকো খোরাক—
পার যদি যাও এগিয়ে।
মরণ পালায় মায়ের নামে—
আগে পাছে ডাইনে বামে
মা আমায় রয়েছে ঘিরে
সদাই হাতে খাঁড়া নিয়ে।
যদ্দিন রবি চন্দ্র তারা,
যদ্দিন এই জগৎসারা,
যদ্দিন ব'বে নদীর ধারা—
তদ্দিন আমি রইব জীয়ে।
শমন রে পথ দেখ সোজা,
নই আর আমি তোমার প্রজা—
অমর হয়ে গিয়েছি আমি
মায়ের নামামৃত পিয়ে।

মূলতান—লোফা

গোরা

তোরা কেঁউ প্রেম নিবি তো আয় ত্বরায়—
প্রেমের বান ডেকেছে নদিয়ায়।
এসেছে এক কিশোর-সন্ন্যাসী,
তার চম্পক-গৌর-অঙ্গ দিয়ে বয় প্রেমের ধারা,
অধরে বয় প্রেমের হাসি,—
ও সে বিলাচ্ছে প্রেম ঘরে ঘরে,
কেউ চায় কেউ নাই বা চায়।
রাধে রাধে ব'লে ধূলায়
দেয় সে গড়াগড়ি—
সোনার অঙ্গ ধূলায় লুটায়
প্রেমের ছড়াছড়ি,—
ও সে আচণ্ডালে দিচ্ছে কোল,
'কার ভাবে এতই বিভোল—
বুঝ্‌তে তা তো পারা দায়।
সে—প্রেমিকের পথে দেখা পেলে,
আপন পরাণ দেয় যে ঢেলে—
ও সে নেচে নেচে চলে পথে,
পদ্ম ফোটে রাঙা পায়।

মারলে কেউ—হেসে তারে লয় কোলে,
জড়িয়ে ধ'রে অনুরাগে ভাই আমার ব'লে—
নয়ন-জলে ভেসে হেসে হেসে
আবেগ-ভরে চুমো খায়।
সে কখন কাঁদে—কখন হাসে
কখন গান করে,
গান শুনে তার মরম গ'লে
নয়ন দিয়ে ঝরে,—
নর-নারী ছুটে আসে
রইতে নারে ঘরে,—
জাতি-কুলের রয় না বাঁধন,
প্রেম দু-কুল ছাপিয়ে যায়।
মরি মরি কার এ বাছনী,
অঙ্গে ঝরে জ্যোৎস্না-লাবনী—
কোন্ প্রাণে মা কি প্রাণ ধ'রে
দিয়েছে এই ছেলেয় বিদায়!

বাউলের সুর—লোফা

বসন্তে

আজি নন্দন-বন-সৌরভ—
দ্যুলোক-সুষমা-গৌরব
আসিতেছে হেথা ভাসিয়া।
আজি মঞ্জু কুঞ্জ-ভবনে
চন্দ্র-মধুরা রাতি—
স্নিগ্ধ-মধুর পবনে
খেলিয়া জ্যোৎস্না-ভাতি
ঝর ঝর ঝরে হাসিয়া।
আজি পিক-কল-গীতি স্নিগ্ধ-শান্ত
ঢালিছে মধুরে অমিয়া—
মুরলীর ধ্বনি মধুর-কান্ত
জগতে আসিছে নামিয়া
কার ভালবাসা বাসিয়া।
আজি এ কি এ মোহন ছন্দে
উথলে উছলে পিয়াসা,
মরমে মরম-বন্ধে
জাগিছে আকুল কি আশা
সকল বন্ধ নাশিয়া।

আজি মধুমাখা কত চুম্বন
আকুলি যাইছে ধাইয়া,
মধুময় কি আলিঙ্গন
বিশ্বে যাইছে ছাইয়া—
বসন্ত-সনে আসিয়া।

আজি পূর্ণিমা-রাস-রঙ্গে
বহিছে পিরীতি-ধারা,
তাহার সুধা-তরঙ্গে
ডুবেছে জগত সারা
বিরহ-রাহুরে গ্রাসিয়া।

বাহারমিশ্র—ভরতঙ্গ।

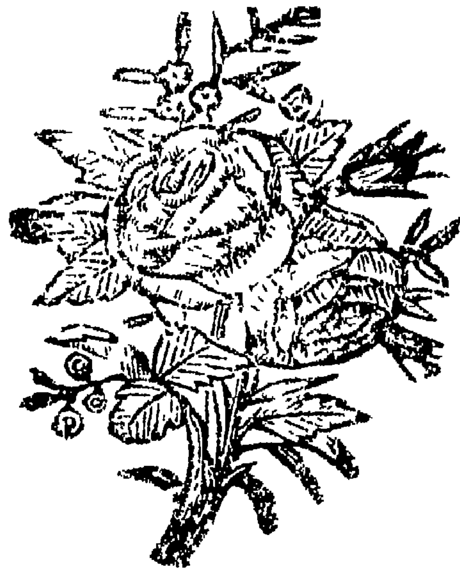


জগন্মাতা

কে বলে মা তুমি আঁখি-অগোচর—
আমি সদা তোমা দেখিতে পাই।
তোমার অনন্ত ভাবের বিকাশ
জল স্থল ব্যোম কোথায় নাই?
প্রভাকরে তব শৌর্য্যের বিকাশ,
শশধরে তব মধুরিম হাস,
তারকায় তব অপলক আঁখি
বিশ্ব-পানে চেয়ে আছে সদাই!
জীমূত-মন্দ্রে তোমার হুঙ্কার,
শাস্তিরে ঘোষিছে অশনি-প্রহার,
সিন্ধুর গর্জ্জন তোমার তর্জ্জন—
নদী হয়ে বহে তব কৃপাই।
পুষ্পে রূপ-ভাব কান্ত সুকুমার,
পাখী-কল-স্বনে আনন্দ তোমার,
শ্যাম কিসলয় পল্লব-মর্ম্মরে
তব প্রীতি প্রেম সতত পাই।

তোমার প্রতিমা এই বিশ্ব-ভূমি,
সবে তব ভাব—জগন্মাতা তুমি,
তোমার মহিমা—তোমার গরিমা
নেহারি—যে দিকে আঁখি ফিরাই

যোগিয়া—একতালা



সাধ

জ্যোৎস্না হ'য়ে যাক্ না আমার
বিয়োগ-বিধুর প্রাণ !
বাঁশী হয়ে আমার মরম
গাক্ করুণার গান !
মলয় হোক্ এ উষ্ণ শ্বাস,
মিলুক তা'তে ফুলের বাস,
হোক্ আঁখি-জল সুধার ধারা—
বহে যাক্ উজান।
হোক্ হাহাকার—দৈব-গীতি,
জাগুক্ প্রেম—জাগুক্ প্রীতি,
হয়ে যাক্ এই ধূলার ক্ষিতি
দ্যুলোকের সমান।
মরণ—সে যাক্ হেথায় উবে,
রহুক প্রাণ আনন্দে ডুবে,
এক হয়ে যাক্ স্বর্গ মর্ত্ত্য—
এক হোক্ সব প্রাণ।

পিলু মিশ্র—দাদ্‌রা

সুহৃৎ

কে সুহৃৎ মম তোমার সমান
আর এ জগত-মাঝে।
আমি যদি সখা অনাহারে মরি
তোমার হৃদয়ে বাজে।

আমি ধূলা হয়ে রহি ধূলাতে শয়ান,
তা হেরে তোমার কাঁদে বুঝি প্রাণ,
তুমি কত রূপ ধ'রে, কত সেধে মোরে
ডেকে নিয়ে যাও—
আমি ম'রে যাই লাজে।

জনমে জনমে তুমি মোর সাথী,
ভুলে তা ভাবি না—যায় দিবারাতি,
মতি নহে স্থির—সতত অধীর—
কার ইঙ্গিতে
নিরত মন্দ কাজে।

সে বুঝি আমার পরম অরাতি,
মোর সাথে সাথে ফেরে দিবারাতি—
তার সাথে মোর বিচ্ছেদ ঘোর
ঘটাও হে প্রভু—
প্রাণে ব্যথা সহে না যে !

খাম্বাজ—দাদরা



মন

হরিনাম কর্‌লি নে মন ভুলে !
চুল পাক্‌লো—দাঁত পড়্‌লো
তোর, গেল না চোখ খুলে ।

তুই অমর হয়ে থাক্‌বি বুঝি,
তাই এখনো করিস্‌ পুঁজি,
কতদিন তোর থাক্‌বে রুজি—
তুই, দাঁড়িয়ে মরণ-কুলে ।

ক'রে ঘর দালান কোটা,
ভাবিস্‌ তুই বেজায় মোটা—
ফল খ'সে থাক্‌বে বোঁটা,
হায়, ভাবিস্‌ নাকি মূলে ।

বয়ে যাস্‌ মরা নদী,
তবু আশার নাই অবধি,
কবে শুকিয়ে যাবি—আর জোয়ারে
হায়, উঠ্‌বি নে তুই ফুলে ।

দেখ্‌চিস্‌ চোখের আগে,
সবাই চোখ বুজে ভাগে,
ছুঁচ্‌টি নিতে নার্‌বি সাথে
ওরে, শমন তোরে লে।

বাউলের সুর—লোফা



কবে

কবে তোমার ও প্রেমে বাহির হইব
ভাঙি মৃত্তিকা-কারা !
কবে তোমার ও প্রেমে গলিয়া বহিয়া
যাইব অমৃত-ধারা।

কবে এ বিশ্বের প্রতি-অনু সনে মম,
হবে পরিচয়—হব প্রিয়তম—
সকলের দুখে—সকলের সুখে
হইব আপনাহারা।

কবে গ্রহ উপগ্রহ রবি তারা সোম,
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোম—
সখ্য-বন্ধে বাঁধা পড়ি মোর
আপনার হবে তারা।

কবে কুসুমের সনে হবে আত্মীয়তা,
সমীরণ সনে হবে মোর কথা,
এই বুকে নিয়ে সকলের ব্যথা—
প্রেমে হব মাতুয়ারা।

কবে   সবে আলিঙ্গিয়া—সবারে চুম্বিয়া,
সবার মাঝে এই প্রাণ বিতরিয়া,
তরু লতা ফুলে ফলে ও সলিলে
শোভা পাবে এ সাহারা।

ভৈরবমিশ্র—একতাল।



ভারতবর্ষ

প্রচারে ত্রিলোক যুগে যুগে তব মহিমা পুণ্যবতী মা —
আমরা-ই তব অধম ঘৃণ্য দীনহীন সন্ততি মা !
ফেনিল সিন্ধু পড়িয়া স্তোত্র তব পদে করে নতি মা—
শিয়রে দাঁড়ায়ে তব ধ্যান-রত হিমাচল মহাযতি মা।
চন্দ্র-সূর্য্য তারা সহ তব নিত্য করে আরতি মা—
কুলু-কুলু রবে গাহে তব যশ সতত স্রোতস্বতী মা।
বন্দে তোমায় বিহঙ্গকুল মধুকর-সংহতি মা—
বীজনিছে তোমা নিত্য মলয়—সতত মুক্ত-গতি মা।
তোমার স্তন্য গঙ্গা-যমুনা-ধারা বহে যায় সতী মা—
অঙ্গ তোমার শ্যামল বরণ—পুষ্প-খচিত অতি মা।
এ ধরণীতলে ষড় ঋতু সাথে তুমিই অমরাবতী মা—
তুমি মা রহিতে আমাদের কেন এ দৈন্য-দুর্গতি মা।
তুমি মা রহিতে আমাদের কেন এতদূর অবনতি মা—
তুমি মা রহিতে আমরা কেন গো এ হেন ছন্নমতি মা!
তুমিই স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ আমাদের যে নিয়তি মা—
দেহ মা শক্তি—দেহ মা মুক্তি—ভক্তি তোমার প্রতি মা

তুমি মা দুর্গা—তুমি মা কালিকা—পরমারাধ্যা প্রতিমা—
তোমার জঠরে লভিয়া জন্ম পেয়েছি এই মূরতি মা।
তোমার অঙ্কে লালিত-পালিত তোমার ক্রোড়ে বসতি মা।
অন্তিমে ওই ক্রোড়ে শুয়ে মুদি নয়ন এই মিনতি মা।

ইমনমিশ্র—বীরত্রী



নিঃস্ব

আমায় বিশ্ব-মাঝারে নিঃস্ব করেছ
করো নি কিছুই দান।
তোমার কৃপায় জীবনে-মরণে
রাখ নি কিছুর-ই টান।
রাজৈশ্বর্য্য দাও নি আমারে
রাজার চিন্তা-সনে—
খাই বা না খাই ঘুরিয়া বেড়াই
শিশুর সরল মনে,—
এ বিশ্বে তব বিলায়ে আমারে
পূর্ণ করেছ প্রাণ।

আমি আমার হইতে চাহি না ত আর
পরের হইয়া থাকি,
পরের মাঝারে আমার আমারে
পরের করিয়া রাখি,—
পরে সুখ দিয়ে—নিজে দুখ নিয়ে
করি মোর অবসান।

কানাড়ামিশ্র—দাদরা

ফুলের মত

তুমি—ফুলের মতন ফুটিয়ে কেন
দাও নি আমার প্রাণ!
সফল হ'ত জনম—ক'রে সুবাস মধু দান।
ফুটে যেতাম ফুলের কলি,
মধুর লোভে আস্‌ত অলি
গুঞ্জরিয়া—মধুর রবে ভ'রে যেত কান।
হ'ত জীবন প্রেমের স্বপন,
জগৎখানি হ'ত আপন,
শোনাতেম সবারে আমি—নীরব প্রেমের গান
একটি দিনের হাসি হেসে,
ঝ'রে যেতাম দিবস-শেষে—
এক নিমেষের জীবন—কোটি কল্পের সমান।

খাম্বাজমিশ্র—দাদ্‌রা



প্রভাতে

যবে তরুণ অরুণ-হিরণ-কিরণ
শান্তি-স্নিগ্ধ নবীন প্রভাত প্রকাশে·
যবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরি বিহগ
তব নাম গাহি উল্লাসে উঠে আকাশে·
তবে এ মম চিত্ত মত্ত হইয়া
উড়ে যেতে চাহে ভেদি নভোহিয়া—
উজলি বিশ্ব আলোক-পুঞ্জ-বিকাশে—
তব সেই মহানন্দ-পুরীতে
হে প্রভু তব পদ-পঙ্কজ-সকাশে !

যবে কোটি তারকা-চন্দ্র-খচিত
বিপুল বিরাট অপরূপ সিংহাসনে
বিরাজ' রাজ-রাজেশ্বর প্রভু
বেষ্টিত হয়ে মুনি-ঋষি-অমরগণে,—
যেথা পাতকীর নাহিক শঙ্কা,
নিয়ত বাজিছে অভয়-ডঙ্কা,

দেবতা ভক্তি-গদ-গদ চিতে
গাহে স্তোত্র সদা মহা-উল্লাসে,—
সেথা পাইব কি স্থান তিল পরিমাণ,
এতই করুণা হবে কি এ দাসানুদাসে !

ভৈরব—একতালা।



মন

হায় সদা পর ভাবে আমায় মন !
জন্ম থেকে তার গোলামী
করছি যে সব ক্ষণ।
ফিরছি আমি সঙ্গে যে তার
হয়ে মো-সাহেব—
অঙ্গ-আভরণ করেছি
তার যত আয়েব,—
এত করি তবুও তার
নইকো মন-মতন !
কিসে তারে রাখবো সুখে
এ ভাবনা সদাই—
পাহাড় ডিঙুই সাগর উলি
আকাশ পথে ধাই—
করছি এত হুকুম তামিল
পাই না তবু মন !
আমি মনের পায়ের বাঁদী
মন আমার বেগম,

একটু ত্রুটি হ'লে পরেই—
বেত খাবো বেদম—
আমি ইস্তফা দিই এমন কাজে
মন আমার শমন !
অমন ক'রে ভগবানের
করলে আরাধন,
মিল্‌তো আমার সাধের রতন
মনের মতন ধন—
আমার একুল ওকুল দু-কুল গেল
হোক্ মনের মরণ !

খাম্বাজমিশ্র—একতালা



বিশ্ব-প্রেম

মন রে বিশ্ব-প্রেমে যাও গ'লে—
তোমার ধরা হবে মাটির স্বর্গ
সেই প্রেমিক হ'লে।
যে তেমন প্রেমিক হয়
সতত তার জয়—
তার দুনিয়া-পরে রয় না কোথাও ভয়—
রয় না রিপু কোনো কালে
তায়, সবাই নেয় কোলে।
মন রে বিশ্ব-প্রেমে যাও গ'লে—
তার প্রাণে সদাই কোকিল কুহরে,
ভ্রমর গুঞ্জরে,
সুধার জোয়ার প্রাণে এসে
বয় যে তর-তরে—
কোন্ দেশের কি সৌরভ এসে
মাতিয়ে তায় তোলে!
মন রে বিশ্ব-প্রেমে যাও গ'লে—

তার সদাই প্রাণে গানের মলয় বয়,
প্রাণ গ'লে তার বহে বিশ্ব-ময়—
সে জগৎ-ব্যপ্ত হয়ে পড়ে,
নাইকো রে তার ক্ষয়—
বিশ্ব-প্রেমে মাখামাখি,
অমর হয় ম'লে।
মন রে বিশ্ব-প্রেমে যাও গ'লে!

ঝিঁঝিটমিশ্র—খেমটা

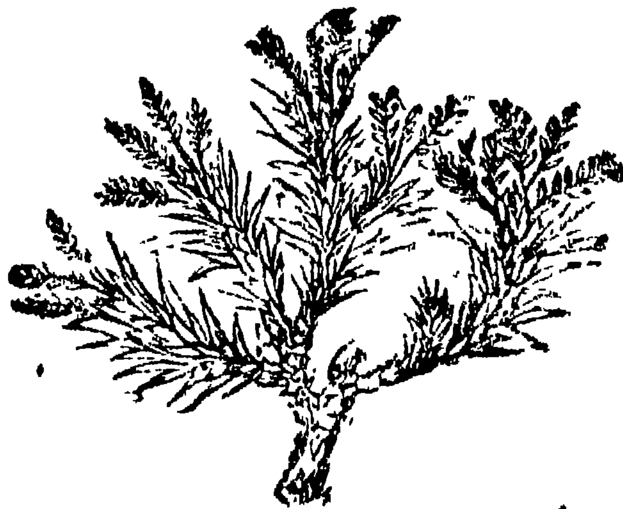


নাথ

তুমি যদি মরু পানে চাহ নাথ
মরুতে সলিল বহিয়া যায়।
তুমি যেই পথে চ'লে যাও নাথ
সে পথে মলয় মোহিয়া যায়।
তুমি যেই গান কানে শোন নাথ
সে গানে কুসুম ফুটিয়া যায়।
তুমি যেই দিকে চেয়ে হাস নাথ
সে দিকে অমিয় লুটিয়া যায়।
তুমি যদি কর পাষাণে পরশ
কঠিন পাষাণ গলিয়া যায়!
তব বাণী যার কানে পশে—তার
মরমের তাপ চলিয়া যায়।
তুমি যারে নাথ কর হে স্মরণ
সে যে সব ব্যথা ভুলিয়া যায়!
তোমার মননে মরু-হৃদি-তলে
প্রেমের উৎস খুলিয়া যায়!

শুনি—একবার তব নাম নিলে
মহাপাপী—সেও তরিয়া যায়।
তবে কেন দিবানিশি ডেকে তোমা
এই হতভাগা মরিয়া যায়!

রামকেলী—একতাল



দয়াল ঠাকুর

তাঁহার মত দয়াল ঠাকুর আর কি কেহ হয়-
তুমি বকো-ঝকো মারো-ধরো
হাসি-মুখে সব-ই সয়!
তার নাইকো দ্বিধা-জ্ঞান,
বিশ্বে সব সমান—
সবার প্রতি সমান-ভাবে টান,—
কৃমি কীট পতঙ্গেরেও
সমান দয়া বিশ্বময়!
পাপী তাপা তাপ জুড়াতে যায়,
সে কেঁদে বলে—আয় রে বাছা আয়—
কোলে ক'রে স্নেহভরে গায়ে হাত বুলায়—
তাহার মধুর সরস পরশ
দূর ক'রে দেয় মরণ-ভয়।

আপনি খুঁজে নেয় সে যে সবায়,
দ্বারে দ্বারে যেচে প্রেম বিলায়,
পঙ্গু খঞ্জ শুন্‌লে—সেথা আপনি ছুটে যায়-
তার করুণার নাইতো সীমা
করুণাতেই জগজ্জয় !

স্থরট—লোফা



করুণা

এই যে বিশ্ব-রচনা তোমার
করুণা ইহার মূল।
যেই দিকে চাই দেখিবারে পাই
করুণা তব অতুল।
তোমার করুণা সুশীত-স্নিগ্ধ
সলিল হইয়া ধাইছে ওই—
তোমার করুণা সুরভি-মদির
অনিল হইয়া গাইছে ওই,
তোমার করুণা অনল-বিকাশ,
তোমার করুণা ফুল-হাস-বাস,
তোমার করুণা বিহগ-কূজন—
বিবিধ বরণ ফুল।
তোমার করুণা রবি শশী তারা
আলোকে কিরণে গগনে ভায়—
তোমার করুণা ও নীল গগন
আবরি রয়েছে জগত-কায়,—
তোমার করুণা ঊষা-রক্তিমা,
তোমার করুণা সন্ধ্যা-মহিমা,

তোমার করুণা হেরি সব জীবে—
সূক্ষ্ম কি বা স্থূল।
তোমার করুণা জীবের সৃজন
সুখ সাধ প্রীতি স্নেহ ও আশা—
তোমার করুণা জীবের করুণা
মায়া মোহ প্রেম মধুর-বাসা—
তোমার করুণা জগতে জীবন,
তোমার করুণা জগতে মরণ,
তোমার করুণা মধুরা ধরণী—
করুণা মধুর ধূল।
তোমার করুণা নয়ন-সলিল,
রমণী-হৃদয়ে স্তন্যধারা—
তোমার করুণা দুঃখ দৈন্য
রোগ শোক জরা জগত-সারা—
তোমার করুণা রিপুর প্রতাপ,
তোমার করুণা ঘোর অনুতাপ,
তোমার করুণা নরে দেবত্ব
দানে—ভাঙ্গি তার ভুল!

বেহাগ—একতালা

দেখা দাও

যুগ যুগ আমি ব'সে আছি নাথ
তোমারি দরশ লাগিয়া।
দেখা নাহি পেলে দেবতার কাছে
আরো আয়ু নিব মাগিয়া।
আমারে হেরিয়া নিদ্রা-আবেশে,
যদি ফিরে যাও দেখা দিতে এসে,
সেই ভয়ে আমি হায় দিবাযামী
রয়েছি হেথায় জাগিয়া।
তব দরশন-তৃষাতুর মন!
দেখা কি পাব না ওহে প্রাণধন—
নাথ দয়া ক'রে দেখা দেহ মোরে,
যাই এ লোক তেয়াগিয়া।

মিশ্রমল্লার—একতাল।



মুক্ত প্রাণ

আমার আঁধার প্রাণে চাঁদ উঠেছে কি শুভক্ষণে—
আজ প্রাণের মাঝে কতই আলো চাঁদের কিরণে !
নাইকো কলা ক্ষয় এ চাঁদের—নাইকো রাহুর ভয়,
নাই কলঙ্ক—সান্দ্র-মধুর জ্যোৎস্না-পাথার বয়—
প্রাণের চাঁদের সব-অবয়ব পূর্ণ-কিরণময়,
এই চাঁদের হাসি ফুলের রাশি ফুটিয়েছে মনে !
সুধার সাগর উথ্‌লে প্রাণে বইছে কানে-কান,
কোথা হ'তে আস্‌ছে ভেসে কার মুরলীর গান,
প্রাণ গ'লে যমুনা হয়ে বইছে আজ উজান—
আমায় কর্‌লে পাগল কার চরণের নূপুর-নিক্বণে !
সকল ভুবন আজকে নবীন—নবীন গীতি-ছন্দ,
হৃদয়-কলি পলে ফুটে ঝর্‌ছে মকরন্দ,
বিশ্বব্যেপে ছড়িয়েছে তার মধুর নবীন গন্ধ,
আজ সবাই পাগল নাইকো আগল প্রাণের মিলনে !
খোলা প্রাণ আজ সকল বন্ধ হ'তে মুক্তি পেয়ে,
কোন্ ভুবনের নিমন্ত্রণে চলে হর্ষে ধেয়ে,
আস্‌ছে নীরদ-বরণ নেয়ে সোণার তরী বেয়ে—
গান গেয়ে যায় যাত্রী নিয়ে সে কোন্ ভুবনে !

বেহাগ—দাদ্‌রা

আমি

সখা তোমার প্রসাদে কতই ভুবন
ঘুরি ফিরি আমি গাহিয়া গান
মোর গান শুনে ব্যাকুল হইয়া
ছুটে আসে যেন প্রাণের বান
কত কত ঘরে—হইনু অতিথি,
কত-না আদর স্নেহ মায়া প্রীতি—
প্রেমালিঙ্গনে স্নেহ-চুম্বনে
বাঁধে দিন দিন মোরে প্রাণে-মনে—
কি সুন্দর সে মায়ার টান!
নিয়তই আমি ঘুরি ঘরে ঘরে—
আপন করিয়া লয় মোরে পরে.
জানে না ত হায় দু'দিনের মেলা—
দুই দিন পরে ভেঙে যাবে খেলা,
ছেড়ে যাব সেই মায়ার স্থান!
কতই আপন সে পরের ঠাঁই,
তেমন আপন আর যেন নাই—

সুখের স্বপন যবে টুটে যায়,
তাহাদের কাছে লইয়া বিদায়
নিরমম হয়ে করি
হয়ে আমা-হারা তারা কেঁদে সারা.
শুকায় না হায় নয়নের ধারা—
তাহাদের ভুলে—পুন মাতৃকোলে
হাসি—হেরি মাতা হাসি' ব্যথা ভোলে—
তাহারা কাঁদিয়া ফাটায় প্রাণ !
বার বার পড়ি মায়ার বাঁধনে
বাঁধন শিথিল হয় লয় মনে,
যদি নাহি হয়—কিবা ক্ষতি তায়—
বার বার আসি—হেরি হে তোমায়
বিশ্বেররূপে বিরাজমান !
যেথা ল'য়ে যাও—সেথা আমি যাই,
তোমার মহিমা গাহিয়া বেড়াই,
বিমোহিত হেরি তব অভিনয়—
নিজ রূপ শোভা দানি জগময়—
সেজেছ অরূপ হে ভগবান !

মুলতান—একতালা

মহিমা

তব মহিমার কি আছে সীমার—
তুমি অনাদি অনন্ত।
ভাগ্য-দেবতা সৃজি তুমি প্রভু
হও হে ভাগ্যবন্ত।
তুমিই সাধনা—তুমিই সিদ্ধি,
সাধক-স্বরূপে সিদ্ধ—
তুমিই অতনু—তুমি ফুল-ধনু
শরে তার হও বিদ্ধ,—
তুমিই কূজন—তুমি গুঞ্জন—
তুমি হে ঋতু বসন্ত।
তুমি বাঁশী—তুমি বাঁশী-স্বর—তুমি
গলিয়া যমুনা-ধারা—
তুমি শ্যাম—তুমি রাধা—তোমা লাগি
তুমি কেঁদে কেঁদে সারা,—
তুমি প্রেম—তোমা-মাখা এ বিশ্ব—
তোমা বিনা সে হসন্ত।

ললাটে তোমার শোভে মহাকাল,
বিশ্ব বদন-মাঝে
হৃদয়ে পরমানন্দ-উৎস,
পদে তীর্থ রাজে
একা—তিন রূপে সৃষ্টি স্থিতি
লয় হও অফুরন্ত
তোমারি রসাল নন্দনে আছ
ফুল হয়ে শোভমান
তুমিই হে মধু তুমিই মধুপ—
কর সুখে মধুপান,—
যা দেখি নয়নে সকলি হে তুমি—
তব রূপ—হে শ্রীমন্ত

বাগেশ্রী—একতালা বা চৌতাল



প্রাণের আশা

কেন এত আশা প্রাণে জাগে—যদি
মিলিবে না তব দরশ !
তবে কেন হয় তব নাম শুনে
হৃদি প্রাণ মন সরস !

হে প্রভু ত্রিতাপ-বারি—
তোমার স্মরণে এ দুই নয়নে
কেন বহে যায় বারি,—
পুলকে শিহরে সকল-অঙ্গ,
প্রাণে বহে যায় সুধা-তরঙ্গ—
পাব ব'লে তব মধুর সঙ্গ
কেন আনন্দ হরষ!

তোমা-সম কে দয়াল হে—
পাতকী তরাতে নর-রূপে ভবে
এস তুমি চিরকাল হে—

যদি নাহি হবে সাগর দয়ার,
কিসে পাপী তাপী হবে উদ্ধার,
তবে কেন দেখা পাব না তোমার—
পাব না পুণ্য-পরশ !

জয়জয়ন্তী—একতাল।



দাও হে

সখা তব প্রেম-পুণ্য-কিরণে,
মম এ চিত্ত-কমলে যতনে
দাও হে ফুটায়ে দাও হে।
এই মম মরু-মরম-মাঝারে,
তোমার করুণা-অমৃতের ধারে—
দাও হে ছুটায়ে দাও হে।
মম গর্ব্ব দম্ভ মান অভিমান,
অসূয়া ঈর্ষা অসম-জ্ঞান,
হীন পদার্থে মায়া-মোহ-টান
দাও হে টুটায়ে দাও হে
আর মম সব আশা—সকল কামনা,
মম সব সাধ—সকল বাসনা,
মম সব প্রাণ তোমার চরণে
দাও হে লুটায়ে দাও হে!

ভৈরবী—ত্রিতালী

এস হে

ওহে অন্তরতম চিরবাঞ্ছিত হৃদয়েশ্বর
এস হে দীনের কুটিরে।
তোমার আদর যত্ন সেবায় হয় যদি ত্রুটি—
ক্ষমিও নাথ সে ত্রুটিরে।
আমি নয়ন-সলিলে ধুয়াইব তব
রাতুল পদ দু'খানি—
আমি কেশরাশি দিয়া মুছাইব পদ,
পরম ভাগ্য মানি—
পাদ্য অর্ঘ্যে পূজিব হে আমি
সাজায়ে ওই তনুটি-রে।
আমি অঞ্চল দিব বসিবার তরে,
হৃদয় দিব শয়নে—
দুয়ে এক হয়ে ঘুমায়ে পড়িব
নয়ন রাখি নয়নে—
অনিমেষ-চোখে বিশ্ব দেখিবে
এক হয়ে যেতে দুটিরে!

আমি ফুল-সাজে মোর সাজাইব বপু
ভুলাইতে তব মন—
মোর রূপে তুমি পাগল হইবে,
এই মম আকিঞ্চন—
মোর তুমিই জীবন—তুমিই মরণ—
কর সোনা ধূলি-মুঠিরে।
তুমি যমুনা-পুলিনে মোর নাম ধরি
বাজাবে মোহন বাঁশী—
তোমার প্রেমের অমিয়-পাথারে
যমুনা যাইবে ভাসি—
আমি সে পাথারে ডুবিয়া মরিব
মিটাইতে ছুটাছুটিরে!

ঝিঝিটমিশ্র—ভরভঙ্গা।



জীবন

গত আয়ু-বেলা ছাড় মন খেলা—
আঁধারি দেহ-ভব জীবন-রবি তব
অস্তাচল-শিরে নামিছে ধীরে ধীরে
বাসনারাজি শুধু ছায়াবাজী—
যত বেলা বিগত দীর্ঘ দীর্ঘ তত—
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন
মুনি-মানস ধন মধু-মুর-কৃন্তন।

জঠর-কারাগারে ওঁকার-আকারে
ভাব-ধ্যান-লীন রহিলে কত দিন!
সংসারে আসিলে পাথারে ভাসিলে,
হাসিলে কাঁদিলে কি কাম সাধিলে—
কর্ম্ম-বিপাকে দুঃখ-আলিঙ্গন!
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন—
মুনি-মানস-ধন মধু-মুর-কৃন্তন!

আগত যৌবন প্রেম-পরিরম্ভণ—
কান্তাধরসুধা- পান-মুখ-চুম্বন—
মনসিজ-ফুল-শর- কাতর-অন্তর,

মায়ারূপ-ফাঁদে বন্ধন সাধে—
শেষ-জীবনে শুধু হাহা রোদন !
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন-
মুনি-মানস-ধন মধু-মুর-কৃন্তন !

প্রৌঢ়ত্ব আগত সতত কুমতি-রত,
কুটিল বক্র মন ক্ষুব্ধ আকিঞ্চন !
বিষয়-ফণাধর- দংশন জর জর—
অর্থ অর্থ করি দিবা বিভাবরী
কুসুম তেয়াগি কণ্টক চয়ন !
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন,
মুনি-মানস-ধন মধু-মুর-কৃন্তন !

জরা সমুপস্থিত স্থবির ভ্রান্ত চিত—
রোগ-শোক-পীড়ন- ক্লিষ্ট দেহ মন,
সতত মৃত্যু-ভীতি- উদ্বিগ্ন প্রকৃতি,
শ্লথ সব ইন্দ্রিয় দিনে দিনে নিষ্ক্রিয়
শেষে একদিন সহসা মরণ !
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন-
মুনি-মানস-ধন মধু-মুর-কৃন্তন !

হা হা মানব এই তো জীবন—
বার বার বৃথা জনম মরণ
শ্রীহরি-চরণ কর রে শরণ!
বোল বদন-ভরি হরি হরি হরি হরি-
ছিন্ন হইবে তব মায়া-মোহ-বন্ধন!
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন,
মুনি-মানস-ধন মধু-মুর-কৃন্তন!

রামকেলী—ঠুংরি



বিশ্বময়

বিশ্বেরে আমি পূজিতে শিখিনি
তোমারে পূজিব কেমনে!
বিশ্বের প্রতি-অণুতে বিরাজ'
এ কথা ত হয় না মনে!
ক্ষুদ্র শষ্প হ'তে সুবিরাট
ওই হিমাচল,
সকলি যে প্রভু তুমিহে—
নাথ তুমি হে—
সখা তুমি হে—
সলিল-বিন্দু হ'তে সুবিশাল
সিন্ধু অতল,
সকলি যে প্রভু তুমি হে—
নাথ তুমি হে—
সখা তুমি হে—
ক্ষুদ্র সে কীট-পতঙ্গ হ'তে
যত আছে জীব,
সকলি যে প্রভু তুমি হে—

নাথ তুমি হে—

সখা তুমি হে—

এ কথা ত হয় না মনে!

গ্রহ উপগ্রহ তারকা সকল

প্রভাকর সোম,

সকলি যে প্রভু তুমি হে—

নাথ তুমি হে—

সখা তুমি হে—

ঊর্দ্ধে ও অধে বায়ু-মণ্ডল

ওই মহাব্যোম—

সকলি যে প্রভু তুমি হে—

নাথ তুমি হে—

সখা তুমি হে—

তুমিই রয়েছ এ বিশ্বময়,

বিশ্বে পূজিলে তব পূজা হয়—

শয়নে কিম্বা স্বপনে

কি জাগরণে—

(মোর) রহে যেন চির স্মরণে!

কেদারা—একতালা

বিভূতি

ভুবনে ভুবনে তোমার মহিমা
চির-কীর্ত্তিত—
ভুবনে ভুবনে তোমার প্রতিমা
চির-নির্ম্মিত—
সুশোভিত কত সাজে!
ভুবনে ভুবনে তোমার আরতি,
ভুবনে ভুবনে তব বন্দনা—তব অর্চ্চনা,
তব শ্রীচরণে প্রণতি :—
ধূপ-দীপ-ধূনা-গুরু-চন্দন-মোদিত ভুবনে
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে।
ভুবনে ভুবনে উঠে সঙ্গীত,
ভুবনে ভুবনে তোমার স্তোত্র—স্বর উদাত্ত
যোগী-ঋষি-মুনি-নন্দিত,—
চন্দ্র-তপন-তারামণ্ডল তব দীপালীতে
পূর্ণজ্যোতিতে রাজে।
ভুবনে ভুবনে পুষ্পকরথে শোভন-যাত্রা
তোমার কিবা অনিন্দ্য—

বাজে বাদিত্র—বৈজয়ন্তী উড্ডীন 'য়েরে
অমর ও নরবৃন্দ,—
দিব্যাঙ্গনা-হুলুধ্বনিতে কি মহানন্দ
এ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে।

শ্যাম—চৌতাল



হেথা

মরণ তুমি হেথা হতে
কি দিয়ে ভুলিয়ে
আমায় নিয়ে যাবে ?
আমার রাজার এ ভাণ্ডারের
রত্ন হ'তে
আর কোথা কি পাবে।
জন্ম জন্ম আস্‌বো হেথায়
ভুল্‌বো সকল জ্বালা,
করবো সফল এ দুই নয়ন
দেখে ভুবন-আলা,—
এমন কোথায় শশী তপন
সত্য করে সোনার স্বপন—
কোথায় মণি-মাণিক-রত্ন
উজল এমন ভাবে।
কোথায় এমন প্রবাহিনী
গেয়ে চলে গান—

সুধা-মধুর সলিল তাহার—
তৃপ্ত করে প্রাণ,—
কোথায় এমন কুসুম-গন্ধ,
কোথায় এমন মলয় মন্দ,
কোথায় এত পাখীর গীতি
এমন মধুর রাবে।
কোথায় এমন প্রেমের মেলা,
এমন প্রেমের খেলা—
হিয়ায় হিয়ায় প্রেম-পরিণয়
নাইকো বিন্দু হেলা—
কোথায় এমন সঙ্গীতে মন
মধুরে গলাবে!

পরজ—ভরতঙ্গা



দীনের দীন

রাজার রাজা তস্য রাজা হোক্ না—কিন্তু
কে হ'তে পারে দীনের দীন ?
তার সকল অঙ্গ—সকল কথায়—
থাক্‌বে লেখা সে দীনহীন।
করুণা তার কাছে যেতে
ভয় পাবে প্রাণে—
চায় না ত সে কারুর দয়া—
নাই কারো টানে—
আপন-মনে আপনি রাজা—
নয় সে কভু পরাধীন।
রাজার মুকুট রাখ্‌লে তার পায়ে
ফিরেও সে না চায়
সে দীনের যে কোন-ই অভাব
নাইকো তুনিয়ায়,—
মরণকে সে ভয় করে না,
মরণ তারে দেখ্‌লে ক্ষীণ !

মূলতানীমিশ্র—ভরতজা

পারের যাত্রী

আমি সকাল থেকে ব'সে আছি—
কই এলো তরী!
ঐ সন্ধ্যা হলো—আঁধার এলো—
হায় গো কি করি!
আমি অ-ঘাটে রয়েছি ব'সে—পারের ঘাট কোথা—
শুধালে কেউ কয় না কথা—কি আর বল্‌বো তা ;—
একবার পথ ভুলে এসো হে নাবিক—
তোমার পায়ে ধরি!
আমার ডেকে ডেকে ভাঙ্‌লো গলা—দেয় না কেউ সাড়া—
সকাল থেকে আছি ব'সে হয়ে পথহারা,—
আমার নাই সম্বল পারের কড়ি—
তাইতে যে ডরি
আমি শুনেছি সে দয়াল নাবিক—দয়ায় ভরা মন—
দেখ্‌লে গরীব—দয়া ক'রে নেয় না পারের পণ
আমি সেই আশাতেই আছি ব'সে—
যা করেন হরি।

সুরটমিশ্র বাউলের সুর—লোফা

তুমি ও সৃষ্টি

যে তোমার সাথে চির-পরিচিত,
যে তোমার চির প্রাণের অন্তরঙ্গ—
সেও বুঝি প্রভু বুঝিতে পারে না—
কিবা তুমি—কিবা তোমার বিশ্ব-রঙ্গ!
তব অপরূপ রূপ নেহারিতে—
এ দুই নেত্র করিতে হইবে অন্ধ,
তোমার মুখের সে বাণী শুনিতে—
করিতে হইবে শ্রবণ বধির বন্ধ!
তোমার অসহ-পরশ সহিতে
করিতে হইবে অবশ এ দেহ-অঙ্গ
সৌরভ হ'তে সৌরভ তুমি,
মধু হ'তে মধু—অমিয় হ'তে অমিয়—
সঙ্গীত হ'তে সঙ্গীত তুমি
জ্যোতি হ'তে জ্যোতি—স্বরূপ-রূপ হে তুরীয়,—
ব্রহ্মাণ্ডের পারে তব বাস
যেথা নাহি কাল—নাহিক সৃষ্টি-সম্ভব।

তব বিভূতির এক-কণা দিয়ে
গড়িয়াছ তুমি তোমার এ ব্রহ্মাণ্ড—
তৃণাদপি আমি তুচ্ছ হইয়া
কি বুঝিব তব এ আশ্চর্য্য কাণ্ড !
অভাগ্য আমি—মোর চির-বাস
তমোময় মোহ-সিন্ধু নিস্তরঙ্গ

ইমন-কল্যাণ—চৌ



সমর্পণ

আমার সকল কামনা সকল বাসনা
প্রীতি প্রেম সাধ আশা প্রার্থনা
আজ সঁপিনু হে প্রভু তোমার শ্রীপদ-পঙ্কজে।
আমার কাম-ক্রোধ-লোভ-আদি রিপু ছয়
মায়া স্নেহ সুখ দুখ সমুদয়
আজ সঁপিনু হে প্রভু তোমার শ্রীপদ-পঙ্কজে।
আমার স্মৃতি ধৃতি জ্ঞান চিন্তা ও ধ্যান
বিবেক বুদ্ধি চিত্ত ও প্রাণ
আজ সঁপিনু হে প্রভু তোমার শ্রীপদ-পঙ্কজে।
আমার পাপ ও পুণ্য ঈর্ষা ও দ্বেষ—
হিংসা লিপ্সা তাপ শোক ক্লেশ
আজ সঁপিনু হে প্রভু তোমার শ্রীপদ-পঙ্কজে।
আমার সকল পিয়াসা সকল তৃপ্তি
মনের আঁধার—মনের দীপ্তি
আজ সঁপিনু হে প্রভু তোমার শ্রীপদ-পঙ্কজে।
আমার আত্মারে—মোর আত্মারে
জীবন মরণ এ দেহ—সবারে—
আজ সঁপিনু হে প্রভু তোমার ওই শ্রীপদ-রজে।

বেহাগ—ধামার

নমস্কার

আমার মতন তোমার কত
আমার কেবল তুমি হে
বাড়ায়ে দাও ও চরণ দুটি
তোমায় নমি—তোমার চরণ চুমি হে।
আকাশ অনিল সলিল আলোক
ভূর্ভুবস্বঃ কি অন্য লোক—
সকল তুমি তোমায় নমি—
তোমার চরণ চুমি হে।
সবায় নমি—সব-ই তুমি—তুমি হে,—
তোমায় নমি—তোমার চরণ চুমি হে।

* * *

হে আলোক তুমি দেখালে বিশ্ব-ধাম,
পূরিল মনস্কাম।
তোমার অঙ্গে ঠেকিল চরণ মম—
ক্ষম অপরাধ ক্ষম।
তোমায় কোটি কোটি করি নম।

হে অনিল তুমি রাখিলে মোর জীবন
কি সুখের পরশন।

তোমার অঙ্গে ঠেকিল চরণ মম
ক্ষম অপরাধ ক্ষম—
তোমায় কোটি কোটি করি নমঃ।

হে সলিল তুমি রাখিলে আমার প্রাণ
করিলে তৃপ্তি দান,
তোমার অঙ্গে ঠেকিল চরণ মম—
ক্ষম অপরাধ ক্ষম।
তোমায় কোটী কোটী করি নম।
ধরিত্রী মা করিলে আমার ভরণ—
দিলে কত আভরণ!
তোমার অঙ্গে ঠেকিল চরণ মম—
ক্ষম অপরাধ ক্ষম।
তোমায় কোটি কোটি করি নম।

ভৈরবীমিশ্র—একতাল।



অন্তিমে

যবে এ দেহের শোণিত-প্রবাহ
হইয়া আসিবে মন্দ!
যবে এ নয়ন জ্যোতিহারা হয়ে
ক্রমশ হইবে অন্ধ!
যবে এ দেহের সকল যন্ত্র
ক্রমশ হবে শিথিল—
যবে অন্তিমে নিঃশ্বাস মোর
ক'মে যাবে তিল তিল—
সে দুঃসময়ে ওহে দয়াময়
আমার নিকটে থেকো—এ দীনেরে তুমি দেখো।

যখন আমার দেহের চেতনা
হইতে থাকিবে লোপ—
যখন মিলিয়া সকল যাতনা
করিবে আমারে কোপ!
যখন আমার স্মরণ-শক্তি
হইয়া আসিবে ক্ষীণ—

যখন এ মন তোমারে স্মরিতে
হইবে সংজ্ঞাহীন !
সে দুঃসময়ে ওহে দয়াময়
আমার নিকটে থেকো—এ দীনেরে তুমি দেখো !

যখন এ দেহে অনিল-পরশ
হইবে না অনুভব—
যখন এ মুখ করিতে নারিবে
হায় আর কোন রব !
যখন আমার আর এ শ্রবণ
শুনিতে নারিবে শব্দ—
যখন আমার সব ইন্দ্রিয়
হইয়া আসিবে স্তব্ধ !
সে দুঃসময়ে ওহে দয়াময়
আমার নিকটে থেকো—এ দীনের তুমি দেখো !

যখন হইবে হিমানী-শীতল
আমার সকল অঙ্গ—
যখন এ দেহ-সঙ্গে প্রাণের
মিলন হইবে ভঙ্গ !

যখন এ দেহ রাখিতে নারিবে
তাহার জীবন-কান্তে—
যখন প্রাণের বিদায়-অশ্রু
গলিবে নয়ন-প্রান্তে।
সে দুঃসময়ে ওহে দয়াময়
আমার নিকটে থেকো—এ দীনেরে তুমি দেখো।

চৌড়ী-ভৈরবী—একতালা

সমাপ্ত

